Peace tv জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-২৬

বাংলার তসলিমা নাসরিন

ডা. জাকির নায়েক

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

বাংলার তসলিমা নাসরিন

ধর্মীয় মৌলবাদ কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায়?

IS RELIGIOUS FUNDAMENTALISM STUMBLING BLOCK IN THE FREEDOM EXPRESSION?

মূল

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মনিরুজ্জামান খান

বি এস এস (অনার্স), অর্থনীতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
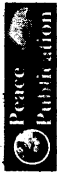
পিস পাবলিকেশন–ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Contents

বাংলার তসলিমা নাসরিন

ধর্মীয় মৌলবাদ কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায়?

IS RELIGIOUS FUNDAMENTALISM STUMBLING BLOCK IN THE FREEDOM EXPRESSION?

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র।

IS RELIGIOUS FUNDAMENTALISM STUMBLING BLOCK IN THE FREEDOM EXPRESSION : Dr. Zakir Naik
Translated By Moniruzzam Khan & Published By Md. Rafiqul Islam, Peace Publication, Dhaka.

Price : Tk. 50.00 Only.

Contents

সুচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ্ব পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়। আলহামদুলিল্লাহ

কলকাতা বইমেলা– ২০০৮-এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ।

বাংলা ভাষায় ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। আমাদের পিস পাবলিকেশন হতেও বিষয়ভিত্তিক ২৮ খানা বই বাজারে রয়েছে। তবে ব্যাপক পাঠক চাহিদার জন্য ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র নামক ১, ২, ৩ এবং উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর ৪র্থ শিরোনামে পুস্তক ইতোমধ্যেই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এতে ডা. জাকির নায়েক কর্তৃক রচিত অধিকাংশ বইয়ের সমাহার ঘটেছে। আশা করি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক মহলের অন্তরের নানা প্রশ্ন ও তার সমাধান পাবে। পরিশেষে ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক কামনা করি।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দ্বীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি। আমিন।

নভেম্বর, ২০০৯ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ

উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে'– 'আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠান করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ শত কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ শত কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড়

আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ

করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য

প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সব বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখলদারিত্ব। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, আজকের অনুষ্ঠানের পরিচালক, উপস্থাপক, সংবাদ মাধ্যমের প্রিয় ভায়েরা এবং আমার সামনে উপস্থিত অন্যান্য ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে ইসলামী অভিবাদন জানিয়ে শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু (আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক)।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে বিতর্কের বিষয় বা আলোচনার বিষয় হলো–

"Is religious Fundamentalism stumbling block in the Freedom expression?"

"ধর্মীয় মৌলবাদ কি মত প্রকাশের অন্তরায়?"

প্রিয় দর্শক, আমাদের প্রথমে যে বিষয়টি অনুধাবন করা দরকার তাহলো 'Fundamentalist' দ্বারা কি বুঝানো হয়?

'Fundamentalist' এর অর্থ কী? 'Fundamentalist' হলো সেই ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে মৌলিক নিয়মকানুন, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের অনুসারী তাকে বুঝানো হয়। কোন ব্যক্তি যদি ভাল ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই ডাক্তারী বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ভাল করে জানতে হবে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় জেনে তা মানতে হবে এবং সেসব অবশ্যই সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হবে। দক্ষ এবং ভাল ডাক্তার হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই Medicine এর Fundamentals সঠিকভাবে জেনে তা Practice করতে হবে। একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি ভাল গণিতবিদ হতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই গণিতের মৌলিক ভিত্তি/তথা Mathematics এর Fundamentals জানতে হবে, তা অনুসরণ করে Practice করতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে তখন তাকে গণিতের উপর বা গণিত শাস্ত্রে একজন Fundamentalist বলা হবে।

এইভাবে বলতে গেলে, যদি একজন হিন্দু ব্যক্তির কথা বলা হয় তাহলে একজন হিন্দুকে একনিষ্ঠ হিন্দু হতে হলে হিন্দুইজম Hinduism এর

Fundamentals গুলো অবশ্যই সঠিকভাবে জেনে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ এবং বাস্তবে চর্চা বা Practice করতে হবে। একইভাবে কোন মুসলমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলতে গেলে ভাল মুসলমান হতে হলে অবশ্যই তাকে ইসলামের Fundamentals গুলো জানতে হবে, সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং জীবনে তা অনুশীলন করতে হবে।

আপনারা সব Fundamentalist কে একই তুলি দিয়ে রঞ্জিত করতে পারেন না। আপনারা সব 'Fundamentalist' কে হয় ভাল অথবা সব Fundamentalist কে খারাপ বলতে পারেন না। যদি কোন ব্যক্তি একজন Fundamentalist ডাক্তার হন তাহলে অবশ্যই তিনি একজন পেশায় ভাল ডাক্তার। তিনি পেশায় একজন ভাল, দক্ষ লোক। তিনি একজন ভাল Fundamentalist. আবার কোন ব্যক্তি যদি Fundamentalist ডাকাত বা চোরাকারবারী হয়, তাহলে সে একজন পেশায় খারাপ লোক। সে Bad Fundamentalist.

Oxford Dictionary এর দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী Fundamentalist এর সংজ্ঞা হলো–

"Fundamentalism was the movement was started in America in early."

যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ God-এর তাহলে তার এ কার্যক্রম হলো Fundamentalism. এটা অবশ্যই ভাল Movement কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দই God-এর নয় তাহলে এই Movement কে খারাপ Movement বলা হবে। এটা অবশ্যই মন্দ আন্দোলন বা কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত।

Oxford Dictionary অনুযায়ী Fundamental-এর সংজ্ঞা, যা আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিজ্ঞ স্পিকার ফাদার 'পেরেরা' উল্লেখ করেছেন, তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সাথে একটু সামান্য বাদে একমত, তিনি কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করেছেন, তা যাইহোক Oxford Dictionary-এর সংজ্ঞা হলো-"Adhare strictly to the ancient of Fundamental principle of any religion" যা তিনি বলেছেন, সম্ভবত ফাদার পেরেরা Oxford Dictionary এর Old Edition-এর থেকে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন, আমি তাকে অভিযুক্ত করছিনা, তিনি সম্ভবত Old edition থেকেই বলেছেন। কিন্তু, Latest Edition-এ Oxford Dictionary বলছে– Fundamentalism is strictly adharing to the ancient of .... specialy Islam.

অর্থাৎ, Oxford Dictionary-এর Latest Edition-এ Islam শব্দটি যোগ করা হয়েছে। তাই বলা যায়, Fundamentalist বলতে যদি সেই মুসলমানকে

বুঝানো হয় যে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা তথা Fundamentals গুলো পালন করে। Fundamental এর অর্থ যদি তাই হয় তাহলে অবশ্যই আমি একজন Fundamentalist মুসলিম হওয়ার জন্য আনন্দিত, গর্বিত। কারণ, আমি জানি ইসলামের Fundamental গুলো উত্তম, সঠিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রগতিশীল। এখন এ শব্দটি ব্যবহার করার সময় আরো কিছু শব্দ এর সাথে যোগ করে দেওয়া হচ্ছে। যেমন– Terrorist সন্ত্রাসবাদের সাথে, Terrorist হলো যে ব্যক্তি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। সুতরাং যখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে বা যখন কাউকে Fundamentalist বলা হচ্ছে তখন এর দ্বারা মূলত সেই মুসলমান ব্যক্তিকে বুঝানো হচ্ছে যে সন্ত্রাসী, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী।

ইসলাম সবসময় সন্ত্রাস এবং বিশৃঙ্খলার বিপক্ষে। ইসলাম শব্দটি এসেছে মূলশব্দ 'সালাম' থেকে যার অর্থ হলো শান্তি। নিজের সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে সৃষ্টিকারী মহান প্রভুর নিকট সোপর্দ করা। ইসলাম অবশ্যই সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার বিরোধী। ইসলাম বলে, যদি কেউ তোমার উপর অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার করে তাহলে তুমি প্রথমে আত্মরক্ষা করবে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ পদক্ষেপ হলো প্রতিরোধ করা। একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টির নিকট ভিন্ন পরিচয় ধারণ করতে পারে। একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন জনসমষ্টির ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় পরিগ্রহ করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপঃ যদি আপনি ইন্ডিয়ান স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে মুক্তিযোদ্ধার কথা বলেন, তাহলে তাদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তারা অবশ্যই এই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সন্ত্রাসী বলবে, ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে এই মুক্তিযোদ্ধারা সন্ত্রাসী কিন্তু ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিতে এই যোদ্ধারাই দেশপ্রেমিক। তাই দেখা যাচ্ছে, একই ব্যক্তি একই কাজের দ্বারা দুই জনসমষ্টির নিকট দুই রকম পরিচয় বহন করছে।

সুতরাং আপনি এই ব্যক্তিকে কোন পরিচয়ে জানবেন? তাকে কোন মর্যাদা, তাকে কোন লেবেল দিবেন, দেশ প্রেমিক না সন্ত্রাসী? তার জন্য আগে আপনাকে বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আপনি কি একমত হবেন যে ইন্ডিয়ার উপর ব্রিটিশদের অধিকার ছিল, ব্রিটিশদের এই নীতিকে সমর্থন করবেন? যদি ব্রিটিশদের নীতিকে সমর্থন করেন তাহলে এই যোদ্ধারা সন্ত্রাসী, আবার আপনি যদি ইন্ডিয়ানদের নীতিকে সমর্থন করেন তাহলে এই যোদ্ধারা অবশ্যই দেশপ্রেমিক। একই ব্যক্তির দুই ধরনের লেবেল দেয়া হচ্ছে।

আপনি যদি Fundamentalist দ্বারা একজন সেরকম মুসলমানকে বুঝান, যে সন্ত্রাসী, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, তাহলে আমি কোনভাবেই Fundamentalist নই। আর যদি Fundamentalist দ্বারা একজন সেই

মুসলমানকে বুঝান, যে ইসলামের Fundamentalist গুলো একনিষ্ঠভাবে অনুকরণ ও চর্চা করে তাহলে আমি এখন Fundamentalist হওয়ার জন্য আনন্দিত এবং গর্ববোধ করি।

এখন প্রশ্ন হলো– "Is the Fundamentalism stumbling block in the Freedom of expression?" "ধর্মীয় মৌলবাদ কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায়?" আপনি "Freedom Expression" মত প্রকাশের স্বাধীনতা" বলতে কি বুঝান?

আমি Freedom Expression ব্যাখ্যা করার আগে আমাদের বিজ্ঞ শিকার যে সব বিষয় আলোচনা করেছেন তার থেকে কিছু Point উল্লেখ করবো। তিনি উল্লেখ করেছেন, Fundamentalist হলো যে ধর্মগ্রন্থের Interpretation অনুমোদন করে না এবং Dialogue-এ স্বীকার করে না। যে বিষয়গুলোর প্রতি এমনকি ড. রিয়াজ প্রথম বক্তাকে নির্দেশ করেছেন এবং আমিও তার প্রতি নির্দেশ করছি। আমি যদি একজন Fundamentalist হই তাহলে আমি বলবো ইসলাম অবশ্যই এর ধর্মগ্রন্থ বা পবিত্র গ্রন্থকে ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেয় এবং ইসলাম বিতর্কের অনুমতি দেয়।

এ বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো কুরআনের সূরা "আলে ইমরান" এর ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ: 'বলুন : হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস– যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করবো না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাবো না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।' এখানে Common Dialogue বা স্বাধীন আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে।

আমি আমাদের প্রথম বক্তা ডা. বাজতিন এর সাথে একমত, তিনি বলেছেন আপনি আপনার ধর্মে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না। তিনি বলেছেন, তিনি তার ধর্মে কোন পরিবর্তন করতে পারেন না।

তার শেষ Point অনুযায়ী বলছি- আপনি ইসলামে পরিবর্তন করতে পারেন। অনুগ্রহ করে একটি বিষয় মনে রাখবেন এবং প্রত্যেক মুসলমানের মনে রাখা উচিত যে, আমার শেষ করার আগেই উদ্বিগ্ন হবেন না। অনুগ্রহ করে মুসলিম ভাইয়েরা আমার পূর্ণ বাক্য শেষ হওয়ার আগেই উত্তেজিত হবেন না। আপনি আল্লাহ তথা প্রভুর নাজিলকৃত আয়াতের কোন রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং সহীহ হাদীসেরও কোন রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন না। আপনি নিশ্চয় কুরআন ও সহীহ হাদীসের কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন না। কিন্তু ইসলামে শরীয়াহ আইন কেন প্রবর্তন করা হয়েছে? কেন ইজমা ও কিয়াসের বিধান রাখা হয়েছে? যদি কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন বা সহীহ হাদীসের সরাসরি নির্দেশনা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার জন্য ইজমার সুযোগ রয়েছে। ইজমা হলো সমসাময়িক ইসলামী পণ্ডিতদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এবং তা অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। (ইজতিহাদ)[১] বিজ্ঞ আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে আপনার নতুন নির্দেশনা এবং আইন প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে। ইসলাম এই ধরনের পরিবর্তনের অনুমোদন দেয় এবং তা অবশ্যই পবিত্র গ্রন্থ এবং সহীহ হাদীসের সাংঘর্ষিক হয় না।

এবার আসুন Stumbling block- এক্ষেত্রে কি হয় তা আলোচনা করি? এটা কি মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায়?

আপনি Freedom of expression দ্বারা কি বুঝেন? আপনি যদি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলতে বুঝান যে, অন্য কাউকে বা কোন সম্প্রদায়কে কোন আঘাত না করে, কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি না করে, কোন নিজের মত প্রকাশ করা বুঝান তাহলে আমি বলবো ইসলাম অবশ্যই স্বাধীন মত প্রকাশের অন্তরায় নয়।

১. কিন্তু Freedom Expression বলতে A person without hesitation, he can abuse anyone, he can criticise anyone, he can blame anyone then I would say Islamic Fundamentalism is stumbling block as well as not stumbling block.

অর্থাৎ, আপনি যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে বুঝান, কোন ব্যক্তি কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়াই অন্য কারও সম্পর্কে কটু কথা বলতে পারবে, অন্য কোন লোকের সমালোচনা করতে পারবে, অন্য কাউকে অন্যায় দোষারোপ করতে পারবে, তাহলে আমি বলবো ইসলাম অবশ্যই এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তরায় আবার অন্তরায় নয়। আমার এ মন্তব্যের বিষয়টি আপনাদের পরিষ্কার করছি।

বক্তব্যের বিভিন্ন প্রকার ধারা রয়েছে। আপনি যদি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে দোষারোপ করে অথবা তার সমালোচনা করে অথবা অন্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই নিন্দা ছড়ায় কোন প্রকার সঠিক তথ্য বা ভিত্তি ছাড়া বা

মিথ্যারোপ করে তাহলে আমি বলবো ইসলামী Fundamentalism অবশ্যই এরূপ মত প্রকাশে স্বাধীনতার অন্তরায়। শুধু তাই নয়, ইসলামী Fundamentalism কোনভাবেই এরূপ মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমর্থন করে না। কারণ, কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে নির্দেশনা এসেছে। যেমন– কুরআনের 'সূরা হুমাজা'র ১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ـ

অর্থ: "প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ"

"সূরা হুজরাত' এর ১১ ও ১২ নং আয়াতে আরো এসেছে –

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰـى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰـى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ: "মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এমন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই জালেম।"

يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ : "মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

এখানে পরনিন্দা বা গীবতকে কেন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হলো? পরনিন্দা বা গীবতের এখানে অর্থ কী দাঁড়ায়? কারণ, এই গীবত হলো দ্বৈত অপরাধ, পাপ। প্রথমতঃ অন্য সম্পর্কে কোন প্রকার তথ্য প্রমাণ ছাড়া নিন্দা প্রচার করা নিজেই একটি অপরাধ এবং মৃতের গোস্ত খাওয়াও একটি অপরাধ এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত যে মৃতের মাংস বিভিন্ন রোগের কারণ। কিন্তু অন্যের অগোচরে, অন্যের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে নিন্দা করা দ্বৈত অপরাধ। এটা নিজের ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মত।

এখন অনেকে বলতে পারেন যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বা কথা বলার স্বাধীনতায় তো হলো অন্য কাউকে শারীরিকভাবে ক্ষতি না করা, শারীরিক আঘাত না করা, এই বলার স্বাধীনতা হলো শারীরিকভাবে কাউকে আঘাত না করা। হ্যাঁ, আমি তাদের সাথে একমত। কিন্তু আমাকে আপনাদের কে বলতে হচ্ছে যে, মানসিক নির্যাতন বা মানসিক আঘাত অনেক সময় শারীরিক নির্যাতন, আঘাতের চাইতে অনেক ক্ষতিকর হয়। মানসিক আঘাত অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক আঘাতের চাইতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর জন্য আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই-যেমন একটি শ্রেণী কক্ষে একজন ছোট ছাত্রকে যে সর্বদা ভাল ছাত্র এবং বিনয়ী অনুগত ছাত্র তাকে শিক্ষক কোন কারণ ছাড়া সবার সামনেই কয়েকটি চড় বসিয়ে দিলেন, সেক্ষেত্রে ঐ ছাত্রের শারীরিক ক্ষতির ব্যাখ্যা স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে কিন্তু তার মানসিক চাপ ও ক্ষতি কী দীর্ঘস্থায়ী হবে না? এক্ষেত্রে অবশ্যই ঐ ছাত্র শারীরিক ক্ষতির চাইতে মানসিকভাবে অনেক বেশি স্পিটার হবে। তার মানসিক ক্ষতি নির্যাতন অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর হবে।

আমি আরো একটি উদাহরণ দিব। ধরুন, একই শিক্ষক ঐ ছোট শিশু ছাত্রটিকে তার স্টাফ রুমে বা নির্জন রুমে ডেকে নিয়ে চড় বসিয়ে দিলেন, আবার তিনি কোন কারণ ছাড়া এই একই ছাত্রটিকে তার ক্লাস রুমের সবার সামনে বললেন যে তুমি ফাঁকিবাজ, বাজে ছাত্র, ভূয়া ছাত্র সার্বিকভাবে সবদিক দিয়েই বাজে ছেলে তাহলে কি এই ছেলের অবস্থা ছোট রুমে নিয়ে চড় মারার চাইতে জনসম্মুখে তিরস্কার করাটা কম হেনস্তা হবে না? দ্বিতীয় পরিস্থিতি প্রথম পরিস্থিতির চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হবে না? অবশ্যই সবার সামনে ছোট্ট বালক ছাত্রটির ক্ষতি দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে বেশি দীর্ঘমেয়াদী হবে। মানসিক নির্যাতন এখানে শারীরিক নির্যাতনের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতিকর, দীর্ঘমেয়াদী। কথা এবং লেখা সবসময় না হলেও অনেক সময় শারীরিক নির্যাতনের চাইতে অনেক বেশি ক্ষতিকর হয়ে থাকে। যে কারণে বলা হয় যে, কলম তলোয়ারের চাইতে অনেক বেশি ধারাল।

কুরআন বাকস্বাধীনতার বিষয়ে কি বলে? কুরআন হলো একমাত্র ধর্মগ্রন্থ জীবন বিধান ঐশি গ্রন্থ যা মানুষকে এ সুযোগ দিয়েছে যে মানুষ একে ভুল প্রমাণ করার

জন্য চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। অর্থাৎ মানুষকে এ গ্রন্থ ভুল প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। মানবজাতিকে বলা হয়েছে তোমরা যদি একে (কুরআনকে) ভুল প্রমাণ করতে চাও তাহলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর। এ রকম চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি চ্যালেঞ্জ হলো– সূরা 'নিসা'র ৮২ নং আয়াতে এসেছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ: "এরা কি লক্ষ্য করে না কুরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।" (সূরা তাওবা-৫ নং আয়াত)

সুতরাং যেকোন মানুষ, হোক সে মুসলমান বা অমুসলিম সে যদি কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায় তাহলে তাকে একটি কাজ করতে হবে তা হলো তাকে কুরআনের একটি ভুল ধরতে হবে।

কুরআন ভুল প্রমাণ করা খুবই সহজ মনে হচ্ছে তাই না? কিন্তু– একই সময় কুরআন বলছে তোমরা তোমাদের স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন কর। কুরআন পাকের সূরা "আল বাকারা'র ১১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ: "ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর।"

কুরআনের ভ্রান্তি প্রমাণ করতে চাইলে তার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে তথাকথিত। যেমন– সালমান রূশদী এবং তাসলিমা নাসরিন আপনারা কি মনে করেন যে তারা কুরআনের Alligation এর বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পেরেছে? কুরআন বলছে, তোমরা প্রমাণ উপস্থাপন কর। তোমরা যদি সত্য বল তাহলে তোমাদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন কর। কুরআন বাক স্বাধীনতা দিয়েছে, ইসলাম বাক স্বাধীনতা দিয়েছে। কুরআন ও ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে তবে তা অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষে হতে হবে। অনেক লোক আছেন যাদের মধ্যে ইন্ডিয়ার অনেক সাংবাদিক এবং লেখক রয়েছেন যারা কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যা Out of context বিষয়ের সাথে সঙ্গতিহীন। তারা কুরআনের

Misquate তথা ভুল উদ্ধৃত দিয়ে থাকেন। একটি অতি সাধারণ উদ্ধৃতি হলো, যা আপনাদের সবাই জানেন, যা তারা উল্লেখ করে। কুরআনে বলা হয়েছে–

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে তাদের পাও তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।"

তারা বলে যে, কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন হিন্দুকে পায় তাহলে সে যেন হিন্দুকে হত্যা করে। আমাকে আপনাদের বলতে হচ্ছে = শব্দটির অর্থ অবশ্যই হিন্দু নয়। এর অর্থ হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি সত্যকে অস্বীকার করে সত্যকে বাদ দেয়। আমরা কী এই বিষয়ে তাদের দেয়া বিষয়বস্তুর মিল পাই? আমি একটি উদাহরণ দিব।

ধরুন, আমেরিকা এবং ভিয়েতনাম একসময় যুদ্ধ করেছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে। তখন যুদ্ধের ময়দানে যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা আমেরিকার আর্মি জেনারেল যদি আমেরিকার সৈন্যদের নির্দেশ দিয়ে থাকে যে, যদি কোন ভিয়েতনামীকে দেখ তাহলে তাকে হত্যা কর। এই ঘটনা কয়েক দশক আগের কথা। তখন আমেরিকার এমন নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এখন কি বলবেন যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনামীদের দেখলেই হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন? এটা অবশ্যই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এটা ছিল যুদ্ধের ময়দানের নির্দেশ। যুদ্ধের ময়দানে তারা ছিল পরস্পর শত্রু এবং যুদ্ধরত। যদি তোমরা তাদেরকে দেখ তাহলে হত্যা কর এবং নিজেদের রক্ষা কর। যুদ্ধের ময়দানে তারা অবশ্যই শত্রু। এক্ষেত্রে তারা চেষ্টা করবে শত্রুকে হত্যা করতে এবং নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।

একইভাবে কুরআন উল্লেখ করেছে – সূরা আত তাওবা-আয়াত নং-৫

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থ: "অত:পর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। মনে রাখতে হবে, এটা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে। এটা কেবল ঐ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাদেরকে হত্যা করতে বলা হয়েছে যারা তোমাদেরকে হত্যা করতে আসে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশ্যই নির্দোষ লোকদেরকে নয়। অনুগ্রহ করে কুরআনের ভিত্তিহীন উদ্ধৃতি দিবেন না। কুরআন থেকে ভ্রান্ত তথ্য দিবেন না। মত প্রকাশের শেষ প্রকার স্বাধীনতা সম্পর্কে বলবো তাহলো- আপনি অন্য কাউকে দোষী করতে পারেন অন্য কাউকে সমালোচনা করতে পারেন। এটা আলোচনার বিষয়।

এই প্রকার স্বাধীনতার দুই প্রকার উপবিভাগ রয়েছে। কিছু বিষয় আছে অবশ্য গোপনীয় এবং কিছু বিষয় আছে যা গোপনীয় নয়। মনে করুন, একজন সরকারি কর্মকর্তার কথাই বলি যে, আমেরিকার সরকারি কর্মকর্তা। যে আমেরিকার আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স সম্পর্কে গোপনীয় যাবতীয় বিষয় তাদের শত্রুদের বলে দিল ঐ ব্যক্তি এসব গোপনীয় স্থাপনা এবং সংস্থার ছবি, দলিলপত্র, নীলনকশা বলে দিল। আমেরিকার সরকারের যাবতীয় গোপনীয় বিষয় শত্রুকে জানিয়ে দিল। আপনি কী মনে করেন এ ব্যক্তিকে আমেরিকার সরকার পুরস্কৃত করবে? যদি একইভাবে কোন ব্যক্তি ইন্ডিয়ান সরকারের সাথে এমনটা করে তাহলে কি ইন্ডিয়ান সরকার তাকে কি Award দিবে? তাকে কি 'ভারত রত্ন' দিবে? অবশ্যই দিবে না। তাকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। এই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কুরআনে নাজিল হয়েছে যে এ ব্যক্তি মুনাফিক। অর্থাৎ এ ধরনের শেষ প্রকার বাকস্বাধীনতা সম্পর্কে বলছি আপনি এ বিষয়ে বলতে পারেন, এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে পারেন, তবে তা প্রমাণসহ এবং তা অবশ্য গোপনীয় নয়। যেমন– আমেরিকার কোন সরকারি কর্মকর্তা যিনি আমেরিকার সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলতে পারে এবং কুরআন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কুরআন এ ধরনের সত্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে বলতে উৎসাহিত করে। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে কুরআন উৎসাহিত করে। কুরআন সর্বদা এমন সত্যের সাথে সমর্থন করে। আমি আমার লেকচার যে আয়াত তেলওয়াতের মাধ্যমে শুরু করেছিলাম ঠিক সেই আয়াত তেলওয়াত করে লেকচার শেষ করবো–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ـ

অর্থ: "বলুন: সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা ইসরা-আয়াত নং-৮১)

আমাদের শেষ বক্তা মারাঠী ভাষায় 'লজ্জা'র অনুবাদক মি. আসোক সাহানী। আমি মি. সাহানীকে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

আমরা এখন প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি। আমি এই পর্বের দুটি নিয়ম জানিয়ে দিচ্ছি- বক্তা বা প্রশ্নকারী প্রথম উঠে দাঁড়াবেন এবং নিজে যে সংস্থা থেকে এসেছেন তার পরিচয় দিবেন। যেহেতু আমাদের অসংখ্য প্রশ্ন করার সুযোগ নেই তাই আমরা আশা করবো একজন একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করবেন। আপনাদের প্রতি আরো অনুরোধ রইলো আপনারা কোন নির্দিষ্ট উত্তর দাতার কাছে নির্দিষ্ট প্রশ্ন করবেন এবং নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। উত্তর দেওয়ার ভার আমাদের মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিখ্যাত এই মেহমানদের উপর ছেড়ে দিন।

প্রশ্ন ঃ ১। আমার নাম জাবের, আমি কোন প্রকাশনা থেকে আসিনি। আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে 'Times of India' তে বিজ্ঞপ্তি দেখে এখানে এসেছি, যেন আমার এ বিকালটা ভালভাবে কাটে। যাই হোক আমার প্রশ্ন সরাসরি ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তার আগে একটি বিষয়ে পরিষ্কার করতে চাই যা মি. সাহানী উল্লেখ করেছেন, তাহলো তাসলিমা নাসরিন ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাইহোক আপনি যদি টাইম ম্যাগাজিনের ৩১ জানুয়ারী ১৯৯৪ সংখ্যা পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে, মি. ফারজান আহমদ একটি রিপোর্ট করেছেন, তাসলিমা নাসরিন বলেছেন, "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে" Ok আচ্ছা ঠিক আছে। যদি কোরআনে এ বিষয় থেকেই থাকে তাহলে আমি কিভাবে এরকম অবৈজ্ঞানিক বিষয়টি বিশ্বাস করবো? আর দ্বিতীয়ত: হলো তিনি (তাসলিমা) ইসলামকে দোষারোপ করেছেন এই বলে যে, বাংলাদেশে ইসলামের জন্যই মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি ভয়াবহ। আমি ভাবছি কুরআনে এ বিষয়ে কি আছে? থাকলে তা কি স্পষ্ট করে বলবেন?

ডা. জাকির : ভাই মি. জাবেদ, এর দুটি প্রশ্ন রয়েছে। যদিও একটি প্রশ্ন করার কথা ছিল। পরিচালক যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবো। প্রথম প্রশ্ন হলো 'টাইম ম্যাগাজিন' এর ৩১ জানুয়ারি ৯৪ সংখ্যায় (যা বিশ্বের একটি প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন) প্রকাশ পেয়েছে, আমিও ৩১ জানুয়ারি ৯৪ এর প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে একমত পোষণ করছি। যেখানে সে (তাসলিমা নাসরিন) বলেছেন, যে কুরআন বর্ণনা করেছে, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে" তার প্রশ্ন হলো তিনি (জাবেদ) যদি কুরআনের শিক্ষা বিশ্বাস করেন তাহলে এটি কিভাবে প্রমাণ করবেন? আমি তার এ বিষয়ে মন্তব্যের সাথে একমত। এটা কিভাবে সম্ভব যে এমন তথ্যবিহীন যুক্তিবিহীন, প্রমাণহীন একটি

বিষয়ের প্রমাণ করা। কুরআন বলে "সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে" তাহলে কুরআন অবশ্যই বলবে-

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থ : "বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর।" (সূরা বাকারা- আয়াত-১১১)

তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আসুন আমরা প্রমাণ দিব। আসুন দেখি কুরআন এ বিষয়ে কি বলেছে-

প্রিয় উপস্থিতি, সে (তাসলিমা নাসরিন) কুরআন থেকে যে আয়াতটিকে রেফার করেছে তাহলো কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে-

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ: "তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।" একই বিষয়ে সূরা ইয়াসিন-এর ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ: "সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

কুরআন একথা বলেনি যে, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে" কুরআন বলেছে সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে।"

আর শব্দ «يَسْبَحُوْنَ» শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি سَبْحٌ শব্দমূল থেকে এসেছে। যা কোন চলন্ত বা গতিশীল বস্তুর গতির প্রকৃতি/Motion বুঝায়। (Discribing the motion for moving body)

আপনি যদি বলেন একজন মানুষের سَبْحٌ -র বিষয়টি বুঝান তাহলে এর দ্বারা তার দাঁড়িয়ে থাকা বুঝাবে না, বরং এর দ্বারা বুঝাবে সে হয় হাঁটছে না হয় দৌড়াচ্ছে। আপনি যদি কোন লোকের পানিতে سَبْحٌ (সাবহুন্) করা বুঝান তাহলে তখন তাকে পানিতে ভাসা বুঝাবে না। এর দ্বারা পানিতে সাঁতার দেওয়া বুঝাবে।

একইভাবে আপনি যদি 'সাবহা' শব্দটি কোন স্বর্গীয় বা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন তাহলে এর দ্বারা ঐ বস্তুর তার পরিভ্রমণকে বুঝাবে।

'If you use the word Subha for heavenly body it means it is rotating about its own access.'

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র পরিভ্রমণ করছে। তারা নিজ অক্ষে স্ব স্ব গতিতে ঘুরছে। "The sun and the moon rotate, they travel in their motion that revolve and they rotate about its own Axis."– এই আয়াত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কারণ, আমি যখন ১৯৮২ সালে সেন্ট পিটার কলেজ থেকে আমার I.S.C পাস করি তখন সেখানে জানি যে সূর্য Rotate করে না, সূর্য Resolve করে। যাই হোক, এখানে দুটি বিষয় ছিল। এক হলো গবেষক বলছে সূর্য তার নিজ অক্ষে Rotate (আবর্তন) করে না। অন্য দিকে কুরআন বলছে- সূর্য তার নিজ অক্ষে Rotate (আবর্তন) করছে। এ কারণে এ বিষয়ে আমার দ্বিধা হয়। তারপর আমি জানতে পারলাম যে, বর্তমান সর্বাধুনিক Advanced research and Astronomy গবেষণা করে আবিষ্কার এবং প্রমাণ করেছে যে, সূর্য তার নিজ অক্ষে সর্বদা Rotate করছে।

আপনি যদি সূর্যকে নিজে ল্যাবরেটরিতে বা নিজে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন তাহলে দেখবেন সূর্য নিজ অক্ষেই ঘুরছে এবং এর নিজের কিছু Black hole রয়েছে। আপনি যদি এর ইমেজগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে, সূর্যের বেশ কিছু Black Spots রয়েছে। সূর্যের কতগুলো নির্দিষ্ট Hols রয়েছে যেমন– Black Spots এবং সেই Black Spots গুলো সম্পূর্ণরূপে Rotate করতে পঁচিশ দিন সময় নেয়। তাই সংক্ষেপে বলা যায় সূর্য নিজে Rotate করতে প্রায় পঁচিশ দিন সময় নেয়। সুতরাং আমি বলবো কুরআন অবশ্যই সেকেলে বা Backword নয় বরং কুরআন হলো সর্বাধুনিক Most up to date. আমি তাসলিমা নাসরিনকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কে ১৪০০ বছর আগে প্রচার করেছে, ঘোষণা করেছে–

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ـ

অর্থ : ("সূর্য ও চন্দ্র) প্রত্যেকেই তার নিজ অক্ষে পরিভ্রমণ করছে।"

অর্থাৎ, তারা Revolve এবং Rotate (আবর্তন) করছে।

আপনারাও তাকে জিজ্ঞেস করুন। কুরআন কখনই বলেনি যে, সূর্য পৃথিবীকে Rotate বা Revolve করছে। এটা হলো তার অপব্যাখ্যা। যেহেতু পরিচালক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর

দিচ্ছি। যেহেতু সে (তাসলিমা) কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই এ বিষয়টি জলজ্যান্ত প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, শুধু ইসলামের কারণেই বাংলাদেশে মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যা অর্থাৎ ইসলামের কারণেই মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি। এ বিষয়টি কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই সে এমন দাবি করেছে আমি তাকে বলতে বলবো, সে কেবল কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করুক যেখানে বলা হয়েছে যে, মেয়ে শিশুদের হত্যা কর। বস্তুত বিবিসি (B.B.C) এর একটি প্রোগ্রাম এ্যাসাইনমেন্ট যা "Small clipping was let her die" শিরোনামে একজন ব্রিটিশ Amili Bucenin এ্যামিলি ব্যাকেনিন প্রস্তুত করেছেন। তিনি U.K থেকে এসে মেয়ে শিশু হত্যার উপর একটি জরিপ করে দেখেছেন যে, মেয়ে শিশু হত্যার হার সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়াতেই। তার মতে প্রত্যেক দিন তিন হাজারেরও বেশি (Flitases) চিহ্নিত হয়েছে, অপেক্ষায় থাকে যারা .... Females নারী। এটা তিন হাজার Flit শুধু আমাদের দেশেই। আপনি যদি এই সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করেন তাহলে তা অবশ্যই এক মিলিয়নের চাইতে বেশি হবে। এক মিলিয়ন Flit চিহ্নিত করা হয়েছে যারা কেবল শুধু মেয়ে শিশু নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আপনারা কেন এ খবরটি আমাদের পত্রিকার হেড লাইনের খবর হিসেবে পড়েন না? যতক্ষণ পর্যন্ত এ রকম মেয়ে শিশুর হত্যা বন্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এটাকে পত্রিকার Front Page-এ নিউজ করুন। তামিলনাডুর সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী যেসব মেয়ে শিশু জীবন্ত জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪টি শিশুকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। ভেবে দেখুন প্রতি দশজনে ৪জন! একজন ব্রিটিশ Inteligent কে আমাদের দেশের মেয়ে শিশুর হত্যার হার তদন্ত করে রিপোর্ট করতে হয়েছে।

এবার আমি মেয়ে শিশু হত্যা সম্পর্কে কুরআন কি বলেছে, কুরআনে কি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখ করবো। সে (তাসলিমা) একটি আয়াত উল্লেখ করতে পারবে না। এ বিষয়ে সে একটি আয়াতও উল্লেখ করতে পারবে না। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। মেয়ে শিশু হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন একটি আয়াতও সে কুরআন থেকে উদ্ধৃত করতে পারবে না। আসলে আপনি যদি কুরআন পড়েন তাহলে সূরা তাকবীর এর ৮ ও ৯ নং আয়াতে পাবেন।

তাসলিমা নাসরিন কেবল বলে থাকে, কুরআন বলেছে, কোরআন এমন বলেছে, কুরআন তেমন বলেছে, আমি বুঝিনা।

কিভাবে একজন ব্যক্তি কুরআন পড়ে নাই অথবা সে যদি বলে আমি কুরআন পড়েছি তাহলে সে (তাসলিমা) বললো যে কুরআন অমুক আয়াতে বলেছে আর আপনারা তা কুরআনের আয়াত হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। Give benefit of

doubt. আপনারা তাকে সন্দেহের সুযোগ দিচ্ছেন, সে সন্দেহের সুযোগ নিচ্ছে। যেমন– কুরআন বলেছে যে, সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাই কুরআন মেয়ে শিশু হত্যা করতে বলেছে। তাতেই আপনারা তার সাথে একমত হয়ে যাচ্ছেন।

আপনারা যদি কুরআন এর সূরা তাকবীর এর ৮ ও ৯ নং আয়াত পড়ে, যেখানে বলা হয়েছে –

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ـ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

অর্থ: "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?"

অর্থাৎ, শেষ বিচারের দিন জানতে চাওয়া হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো? কিয়ামতের দিন এই শিশু চিৎকার করতে থাকবে তখন জানতে চাওয়া হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? সুতরাং বুঝতেই পারছেন মেয়ে শিশু হত্যা করা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। যেকোনভাবেই হোক, তা মেয়ে হোক, যে কোন শিশু হত্যা ইসলাম হারাম করেছে। শিশু হত্যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। কুরআনের সূরা আল ইসরা'র ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ـ

অর্থ: "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।"

একই কথা সূরা আনআম এর ১৫১ নং আয়াতেও বলা হয়েছে–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ : "আপনি বলুন : এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিই, আর নির্লজ্জতার কাছেও যেও না। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে ব্যতীত। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।"

কুরআন ছেলে সন্তান হওয়ার পর আনন্দিত হওয়ার বিষয়ে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তার চেহারা মলিন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।" যেমন– কুরআনের সূরা 'আন নাহাল' এর ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ - يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অর্থ : "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিস্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে যে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে সেভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।"

আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ২। হিন্দুগণ কাফির না মুরতাদ? যদি মুরতাদ হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির আছে কিনা? মুরতাদ শব্দের অর্থ আসলে কি?

ডা. জাকির নায়েক : আচ্ছা বোন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, মি. বিদ্যা, যিনি বলেছেন যে হিন্দুগণ কাফির নয় বরং তারা হলো মুরতাদ, এই কারণে মৌলবাদীদের কি তাদের জীবন হুমকি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা?

আবারো তিনটি প্রশ্ন করেছেন। যাইহোক, প্রথম প্রশ্নের উত্তর, মি. বিদ্যা বলেছেন– হিন্দুরা কাফির নয় বরং তারা মুরতাদ। তার এ কথার কোন ভিত্তি নেই। কেননা, তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন না 'কাফির' শব্দের অর্থ আমি

আপনাদের আগেই বলেছি। 'কাফির' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সত্যকে ধারণ করে অথবা সত্যকে পরিত্যাগ করে। তার মানে 'কাফির' হতে হলে তাকে যে হিন্দু হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

সে হিন্দুও হতে পারে আবার হিন্দু নাও হতে পারে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

আমি এখানে অর্থের Justify করিনি বোন, আমি কেবল উত্তর Justify করেছি।

আমি যদি অর্থের সঠিকভবে Justify করি তাহলে আমার উত্তরদানের কোন সামঞ্জস্যতা থাকে না। অর্থাৎ সঠিক অর্থ না বললে উত্তর দেওয়ার কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

কুরআন সবসময় বলে যে,

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ -

অর্থ : 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর।'

যখন তোমরা উত্তর দিবে তখন অবশ্যই প্রমাণ দিতে হবে।

মি. বিদ্যার মতে মুসলমানরা মৌলবাদী, না মৌলবাদী নয়, তা আমার জানা নেই। তিনি মি. বিদ্যার মন্তব্য অনুযায়ী একজন মুসলিম সে মৌলবাদী কি মৌলবাদী না তা আমার জানা নেই।

কোন ব্যক্তি মুরতাদ হলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির আছে কিনা বা মুরতাদ ব্যক্তিকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও আছে কি না তা আপনি জানতে চেয়েছেন। প্রমাণ ছাড়া কোন প্রকার শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার কারও নেই। আমি বলবো কারও শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই। যদি তার এ সুযোগ থাকে বা তাকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে সে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করতে পারে, সে যদি ভুল করে, কুরআনের অপব্যবহার করে কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এ বিষয়টা অবশ্যই ভিন্ন প্রসঙ্গ। এটা অবশ্যই মি. বিদ্যার দেওয়া মুসলমান ছাত্রদের বিষয়ে প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

অন্যথায় আমি বলতে চাই, কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়া যদি ঐ সব মুসলমানকে মুরতাদ বলা হয় তা অবশ্যই সঠিক হবে না, এটা কোনভাবেই বৈধ বা জায়েয হবে না। এটা অবশ্যই ইসলামী বিধানের বিরোধী। ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ। আমি যদি অর্থের যথার্থতা করতে পারি তাহলে আমার উত্তরও যথার্থ হবে। আমি যদি অর্থের সঠিকতা তথা অর্থ যদি যৌক্তিক না হয়, সঠিক না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার উত্তরের সাথে কোন সামঞ্জস্যতা থাকবে না। কুরআন সর্বদা বলে যে,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ -

অর্থ ঃ "তাদেরকে বলুন, তোমরা প্রমাণ উপস্থিত কর।"

তাহলে কেন আমি প্রমাণ ছাড়া উত্তর দিব? প্রমাণ ছাড়া আমি অবশ্যই কোন মন্তব্য করতে চাই না। সুতরাং প্রথমে বলি, 'কাফির' অর্থ অবশ্যই শুধু হিন্দু না। 'কাফির' একজন হিন্দু হতে পারে আবার হিন্দু নাও হতে পারে। মুরতাদ শব্দের অর্থ তাহলে কি হবে? মুরতাদ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যে ব্যক্তি প্রথমে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করার পর আগের অন্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলাম ত্যাগ করে অন্য বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে। সুতরাং মি. বিদ্যার ব্যাখ্যার সাথে আদৌ কোন যথার্থতা নেই। তিনি এ বিষয়ে যা বলেছেন তার আগাও নেই মাথাও নেই।

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে কি তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া যাবে?

ডা. জাকির নায়েক : আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, একজন ব্যক্তি যে ইন্ডিয়া সরকারের গোপনীয় বিষয়, যেমন– সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী বা অন্য পক্ষের নিকট প্রকাশ করে দেয় আর তা যদি প্রমাণিত হয়, সে ব্যক্তি ধরা পড়ে তাহলে কি ইন্ডিয়া সরকার তাকে শাস্তি দিবে না? নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণসহ তাকে ধরতে পারলে এমন অপরাধের জন্য অবশ্যই সে শাস্তি পাবে। সে রাষ্ট্রের সাথে প্রতারণা করলে অবশ্যই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

একইভাবে কোন ব্যক্তি যদি এমন প্রতারণা করে বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং কারও সম্পর্কে বানোয়াট কিছু বলে এবং তা প্রমাণ করা যায় তাহলে আমি মনে করি তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৩। ডা. জাকির নায়েক, কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে?

ডা. জাকির নায়েক : হ্যাঁ, প্রশ্ন হলো আমরা এ ধরনের শাস্তি দিতে পারবো কি না? ধরুন প্রত্যেক Crime এর জন্য শাস্তির বিধান আছে এবং এ শাস্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলবো, ধরুন আপনি কোন কারণ ছাড়াই ট্রেনের চেন টানলেন, তার জন্য পাঁচশত রূপি জরিমানা হবে অথবা তিন মাসের জেল হবে। আপনি এই অপরাধ করে ধরা পড়লেন তারপর একটিবারে আপনাকে কেবল পাঁচশত রূপি জরিমানা করলো, অথবা অন্য বিচারক আপনাকে পাঁচশত টাকা জরিমানার সাথে ১ মাসের জেল আবার অন্য বিচারক আপনাকে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত

করতে পারে। অপরাধের শাস্তির রায় বিচারক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এক এক বিচারপতি এক এক রকম শাস্তি দিতে পারেন।

এখন আসুন Religions Fundamentalism ধর্মীয় মৌলবাদ Blasphame (আল্লাহ বা রাসূলের বিরুদ্ধে বিষোদাগার) এর বিষয়ে কি বলেছে তা আলোচনা করি–

(Blaspheme) ব্লাস ফেমির বিরুদ্ধে কুরআন কি বলে? আমি কুরআন থেকে উল্লেখ করছি– কুরআন এর সূরা মায়েদার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

এটি হলো কুরআনের আইন, এ বিষয়ের জন্য কুরআনের আইন।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

অর্থ: "আপনি পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা নাহল, আয়াত নং ১২৫)

আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি তাসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে কি করবো, তাহলে আমি বলবো- যেহেতু কুরআন আমাকে সুযোগ দিয়েছে তাই তাকে আমি এ ধরনের পাবলিক ডিবেটের জন্য আমন্ত্রণ জানাবো।

প্রশ্ন ঃ ৪। আমাদের প্রশ্ন হলো, সে এমন অপরাধ করলে তার শাস্তি কি হবে?

ডা: জাকির নায়েক : শাস্তির মাত্রা অবশ্যই বিচারকের উপর নির্ভর করবে। আপনাদের জানা আছে, যে তথ্য প্রমাণসহ অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচারের শাস্তি এক এক সময় এক এক জন বিচারকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপনি যদি ধর্মীয় মৌলনীতি বিষয়টি অধ্যয়ন করেন তাহলে- 'বাইবেল' এ বিষয়ে কি বলেছে?

বাইবেল বলে, আমি যদি ভুল বলি তাহলে এখানে উপস্থিত 'ফাদার' সঠিকভাবে বলতে পারবেন, ওল্ড টেস্টামেন্টের ৩য় খণ্ডের চ্যাপ্টার নং ২৪; আয়াত নং ১৬ এ বলা হয়েছে।

"যদি কোন ব্যক্তি প্রভুর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে।"

একজন ফান্ডামেন্টালিস্ট খ্রিস্টান অবশ্যই খৃষ্টধর্মের পূর্ণ অনুসারী হয়। তাহলে Book of Leviticus -ch,. 24. N. 16 তে পড়ে থাকবেন যেখানে খোদা সম্পর্কে কটূক্তির বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে।

Anyone who blasfimate the name the lord he shall certainly before to death. And all congregation shall surely told name. And even the stranger blaspheme before to death."

সুতরাং আপনি যদি একজন একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান হন এবং খোদার বিরুদ্ধে ব্লাকফিমেট করেন তাহলে বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে হত্যা করা হবে।

বাইবেলে অন্য বিধান দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেসব বিধানের একটি হলো এই বিধান।

প্রশ্ন ঃ ৫। যদিও ডা. জাকির নায়েকের অনেক বিতর্কে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারপরও আমি তার নিকট থেকে "হ্যাঁ অথবা না" এমন উত্তর জানতে চাই। তাসলিমা নাসরিন এর বিরুদ্ধে যে বিষয়ে ফতোয়া হয়েছে, আপনি কি তার বিরুদ্ধে এমন অমানবিক ফতোয়া সমর্থন করেন, না করেন না? এক কথায় উত্তর দিবেন।

ডা: জাকির নায়েক : আমার এই ভাইটি প্রশ্ন করেছেন, তাসলিমা নাসরিনকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যা কয়েক ব্যক্তি ঘোষণা করেছে বা দুইজন বা তিনজন বা চারজন হোক, তারা যে তাসলিমার মাথা নেওয়ার শাস্তি দিয়েছে আমি তা সমর্থন করি কি না? তা এক কথায় বলতে হবে। বিশ্বাস করুন ভাই, আমি একজন

মুসলিম মৌলবাদী। ইসলামী মূলনীতি আমাকে এই প্রশ্নের জবাব এক কথায় উত্তর দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয় না। এটা অবশ্যই অনুমোদিত নয়। আমি অবশ্যই এর উত্তর দিব, তার আগে আমি অবশ্যই এ বিষয়ে কি বিধি-বিধান আছে তা উল্লেখ করবো? তারপর এ আলোকে তাকে মূল্যায়ন করবো।

প্রশ্ন ঃ ৬। আমি ফুলটাইম সাংবাদিক নই, ডা: নায়েক, আমি জানতে চাই যেসব লোক তাসলিমার জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে, তাদের কি এমন করার কোন সুযোগ আছে? আপনি কি মনে করেন?

উত্তর ঃ ডা: জাকির নায়েক: আমার এই ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, যে সকল লোক তাসলিমার জন্য শাস্তি অনুমোদন করেছে তারা কি তাসলিমাকে তার নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার কোন সুযোগ দেবে কি না? আমি জানি না, বিশ্বাস করেন, আমি জানি না। দিতে পারে আর নাও দিতে পারে, আমি জানি না। আমি তো এসব খবর কাগজের মাধ্যমে জানলাম কে সত্য বলছে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি না। যে সব পত্রিকাতে তার সম্পর্কে পড়লাম তার একটিতে লিখেছে তার বয়স ২৯ বছর। একটি পত্রিকা লিখেছে তার বয়স ৩১ বছর। অন্য একটি পত্রিকা লিখেছে ৩৯ বছর। একটি পত্রিকা লিখেছে সে কেবল MBBS ডাক্তার। অন্য পত্রিকা লিখেছে সে গাইনোলজিস্ট, আবার অন্য পত্রিকা লিখেছে অন্যটা, যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন সে আসলে কি? তাহলো আমি বলবো, আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ আমি ডা: ভিয়াসকে একটি প্রশ্ন করতে চাই?

আপনি বলেছেন যে, ডা: জাকির নায়েক কি তাকে এখানে ডাকতে পারবে? তাসলিমা নাসরিনকে প্রত্যেক বিষয় জিজ্ঞেস করতে পারবে? তার পেশা সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞেস করবে কি? এমনকি ডা: জাকির নায়েক তাকে (তাসলিমাকে) মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিতে পারবে কি? অথবা তার শরীরের কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে পারবে কি না, ইত্যাদি?

ডা: জাকির নায়েক : এমন করতে পারবে না। আমার সে কর্তৃত্ব নেই। আমি কেবল 'ফতোয়া' দিতে পারি। অনুগ্রহ করে উত্তেজিত হবেন না। আমাকে ফতোয়ার অর্থ বলতে দিন। আমি আবারও আরবি শব্দ ফতোয়ার অর্থ আপনাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই। আরবি শব্দ 'ফতোয়া' এর অর্থ হলো মতামত, মন্তব্য। কিন্তু আমার মতামতের আপনি গ্রহণ নাও করতে পারেন।

যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকের তার নিজের মত প্রকাশের অধিকার আছে, আমারও আছে, ভাই আপনারও আছে। (তাসলিমাকে) তার মত প্রকাশের

অধিকার আছে। আমরা এ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারি এ বিষয়ে আপত্তি করতে পারি। কিন্তু আমি তাকে শাস্তি দিতে পারি না। একমাত্র কাজী (বিচারক)-র অধিকার আছে তার বিচার করার। উদাহরণ স্বরূপ একজন আইনজীবী যেমন বিচারকের নিকট তার Verdict জানাতে পারে তার মতামত জানাতে পারে কিন্তু বিচারক আইনজীবীর থেকে ভিন্ন রায় দিতে পারে। 'ফতোয়া' অবশ্যই Judgement হওয়ার দরকার বা প্রয়োজন নেই। আশা করি ভাই, আপনি এটা মনে রাখবেন। আমি যদিও একজন বিশেষজ্ঞ নই, আমি কেবল একজন ডাক্তার, তাই আমি ইসলামী বিষয়ে কোন 'ফতোয়া' দিতে পারি না। 'ফতোয়া' তা যদি আমার ব্যক্তিগত মতামত হয়, তাহলে আমি তা দিতে পারি কিন্তু বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্যই তা আমি পারি না এবং আমি কোন রায়ও দিতে পারি না। কেননা, আমি কোন জজ নই। আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নানুযায়ী, আপনি জানতে চেয়েছেন, একই অপরাধের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি হতে পারে? অথবা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হতে পারে কি? সঠিক নয় কি? আপনি কি আপনার প্রশ্নটি আবার উল্লেখ করবেন?

প্রশ্ন ঃ ৭। বিভিন্ন দেশে আইনের বিভিন্ন ধারা আছে উদাহরণস্বরূপ ইন্ডিয়ার কথা বলি। ইন্ডিয়াতে আইনের শাসনে আইন প্রণয়নের জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। যেমন– পারিবারিক আইন, সম্পত্তি আইন, ইত্যাদি এইসব আইনের আওতায় শাস্তিও ভিন্ন রকম। আমি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে বলি।

ডা: জাকির নায়েক : ভাই, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে ভিন্ন কোন শাস্তির বিধান করা যায় কিনা?

প্রথমে ইন্ডিয়ার কথা বলবো, তারপর বাংলাদেশের কথায় আসবো। আমি দুঃখিত, আমি ইসলামী আইন ভেবেছিলাম। আমাদের ইন্ডিয়াতে মুসলিম ব্যক্তিদের নিয়ে যে ল'বোর্ড গঠন করা হয় তারা কেবল ব্যক্তিগত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। তারা শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে রায় প্রদান করে থাকেন। যেমন– তালাক, বিবাহ, ওয়ারিশ সংক্রান্ত (In heritence) ইত্যাদি। তারা ফৌজদারী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেন না। কারণ, আমাদের ইন্ডিয়াতে কমন ফৌজদারী আইন রয়েছে। সুতরাং আপনার প্রশ্ন ভিত্তিহীন। এবার বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলি। আমি এ বিষয়ে ভাল জানি না, আপনারা এমনটা ভাববেন না যে, আমি আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছি।

আমি জানি যে বাংলাদেশে কত ধরনের বিচারালয়, কোর্ট রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলেন, তাহলে বলবো তখন খিলাফত ছিল। তখন যিনি খলিফা ছিলেন তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান, খেলাফত ব্যবস্থায় খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তখন নিম্ন আদালত ছিল। নিম্ন আদালতের বিষয় নিষ্পত্তির

জন্য উচ্চ আদালতে যেতে পারতো, আবার তা সুপ্রিম কোর্টেও যেতে পারত। যিনি খলিফা হিসেবে নিয়োগ পেতেন তিনিই প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন। কোন নিম্ন আদালত ডিফল্টার (বিচারে ব্যর্থ) হলে যে কেউ সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতেন। খলিফা ছিলেন সুপ্রিম জজ। কিন্তু বর্তমানে সে খিলাফাত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের বিচার পদ্ধতি রয়েছে তা নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদি, তা আমরা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে জানতে পারি। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ৮। একটি বিষয় আপনার থেকে জানতে চাই, যে বিষয়ে আপনার কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। তাহলো, বাংলাদেশের যেসব মাওলানা যারা সামাজিকভাবে অনেক সম্মানিত, মর্যাদাবান, তারা তো সে দেশের কোন নিম্ন আদালত বা উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ পায়নি। কিন্তু তারা তো জন সম্মুখে 'তাসলিমার' জন্য শাস্তি ঘোষণা করেছে। আমার প্রশ্ন হলো– তাদের এ 'তাসলিমা নাসরিনের' মাথার জন্য এমন ঘোষণা দেওয়ার অধিকার আছে কি?

ডা: জাকির নায়েক: আপনি যদি আগের প্রশ্নের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন তাহলে সেখানেই আমি এর জবাব দিয়েছি। আমি সেখানে বলেছি, আমি আপনিসহ প্রত্যেকের 'ফতোয়া' দেওয়ার অধিকার আছে। ফতোয়া অর্থ হলো 'মতামত' সে (মাওলানা) 'ফতোয়া' দিতে পারে। সে তাসলিমা নাসরিনের মাথা কেটে নেওয়া হবে এমন মতামত দিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৯। তাই বলে কি সে (মাওলানা) পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করবে?

ডা: জাকির নায়েক: ৫০ হাজার টাকার বিষয়টি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করা হয়নি। প্রশ্ন করার সময় এ টাকার কথা বলেন নি। এ বিষয়টি এইমাত্র বলছেন, তবুও আমি এর উত্তর দিব।

কারও কি অধিকার আছে যে অন্য কারও মাথার মূল্য ঘোষণা করা? কারও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার দেওয়ার পর কেউ কি অন্যের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারবে? অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া, মানহানিকর কোন বক্তব্য দেওয়ার অধিকার আছে কি? যে কারও ফতোয়া বা মত প্রকাশের অধিকার থাকলেও আপনি নিশ্চয় অন্যের বিরুদ্ধে মানহানিকর কিছু বলতে পারেন না, অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে পারেন না। এটা যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ঘটে থাকে, তাহলে তাসলিমা নাসরিনের এ অধিকার আছে যে সে ঐ মাওলানাকে বিচারের সম্মুখীন করবে।

তাসলিমা নাসরিন মাওলানাকে ইসলামী কোর্টের আওতায় নিতে পারে। তাসলিমা তার বিরুদ্ধে ইসলামী কোর্টে বিচার চাইতে পারে।

কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যদি তাসলিমা নাসরিনকে অপবাদ বা মানহানি করে তাহলে সেখানে তাসলিমা নাসরিনের এই অধিকার আছে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী কোর্টের বিচারের মুখোমুখি করবে। সে ইসলামী আদালতে তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারবে, বিচার চাইতে পারবে। কিন্তু আমি জানি না, বাংলাদেশ কতটুকু ইসলামী রাষ্ট্র? সেখানে কি পরিমাণ ইসলামী আইন অনুসরণ করা হয়? তারা হয়তো ইসলামী আইন অনুসরণ করে হয়তো বা করে না। আমি জানি না। ভাই আপনারা আমাকে আমার উত্তর শেষ করতে দিন।

আমি কোন দেশের আইনের কথা বলছি না। আমি কেবল ইসলামের সাধারণ যে বিধান রয়েছে তাই বলছি। সুতরাং তাসলিমা নাসরিন যদি মনে করে মাওলানা তার বিরুদ্ধে মাথা কেটে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তার মাথার যে মূল্য ঘোষণা করেছে তা অন্যায়, তাহলে তার অধিকার আছে সে (তাসলিমা) ঐ ব্যক্তিকে ইসলামী আদালতের বিচারের সম্মুখীন করার। যদি কেউ এমন থাকে এবং তাকে অবশ্যই আদালতের সম্মুখীন করতে পারবে। কিন্তু আমাকে আমার উত্তরের সাথে ফাদার পেরেরার মন্তব্যের সাথে সংযুক্ত করতে চাই। তিনি বলেছেন যে, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমি' আইন প্রণয়ন করা খুবই সহজ এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া খুবই সহজ। তিনি এর স্বপক্ষে তাসলিমা নাসরিনের উদাহরণ দিয়েছেন।

আসলে এ বিষয় এত সহজ নয় যতটা সহজ বলেছেন ফাদার পেরেরা। কারণ, আপনি যদি কোন অভিযোগের জন্য ইসলামী আদালতে সাক্ষী উপস্থাপন করতে চান তাহলে ছোট অপরাধের জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে আর বড় বা গুরুতর অপরাধের জন্য কমপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। আর যদি চারজন সাক্ষীর কোন একজন ভুয়া প্রমাণিত হয়, আদালতে সাক্ষীগণের জেরা করার সময় কোন একজন ভুয়া প্রমাণিত হয় তাহলে চারজনের প্রত্যেককে আশিটি করে চাবুক মারা হবে। প্রত্যেককে ৮০টি চাবুক গ্রহণ করতে হবে। এটা খুবই সহজ নয়। এটা ইন্ডিয়ার আদালতের শপথ করা। "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব" এমন শপথ করার মত সহজ নয়। ইন্ডিয়া সরকারের আদালতে গিয়ে "আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না" বলে শপথ করার মত সহজ নয়। আপনি যদি ভুয়া প্রমাণিত হন তাহলে আপনাকে ৮০টি চাবুক সহ্য করা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন। ফাদার পেরেরা যতটা সহজভাবে উল্লেখ করেছেন তেমন সহজ নয়। আশা করি, ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১০। ডা: জাকির নায়েক, আমি সাজিদ রশিদ, উর্দু টাইমস্ থেকে এসেছি। আমরা এমন দেশে বসবাস করছি যেখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রে বসবাস করছি এবং এই দেশের যে সংবিধান রয়েছে সেখানে জনগণের শাস্তির বিধানের জন্য সাধারণ আইনও আছে। যা সব জনগণের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এখন এমন একটি দেশে বসবাস করে কোন ব্যক্তি যদি কুরআনকে অস্বীকার করে বা কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এমন অপরাধের জন্য ইসলামী আইনে যে শাস্তির বিধান রয়েছে সেসব শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য আপনি কি কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবেন? যেখানে এমন একটি দেশের যার নিজস্ব সংবিধান রয়েছে সেক্ষেত্রে কুরআন অবমাননার জন্য ইসলামী আইনের বিধান মতে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া আপনার জন্য কি যথার্থ হবে?

উত্তর ঃ ডাঃ জাকির নায়েক: ভাই আপনি প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন। যদিও আমরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একসাথে বসবাস করছি তারপরও কি আমরা প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব আইন মেনে চলছি? ধরুন, আপনাদের কেউ কুরআনের অবমাননা করলো, আপনি কি ইসলামের আইন মেনে চলতে পারবেন? ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে পারবেন? আমাকে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে দিন সে যে কোন দেশেই হোক তা সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, আমেরিকা বা ইংল্যান্ড বা ইন্ডিয়া সব দেশের ফৌজদারী (Criminal law) আইন সকলের জন্য সমান। সেখানকার (Criminal law) কেবল পরিবর্তন হতে পারে। সৌদি আরবের (Criminal law) সকলের জন্য একই রকম হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। এই ইন্ডিয়াতেও ফৌজদারী আইন (Criminal law) মুসলিম বা অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে একই রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ফৌজদারী আইন (Criminal law) থাকতে পারে না।

এক এক সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন রকম ফৌজদারী আইন (Criminal law) থাকতে পারে না। আপনি সেখানে আপনার মতামত জানাতে পারেন, আপনি বলতে পারেন তার জন্য এক/দুই বা তিন বছর ইত্যাদি রকম শাস্তির জন্য মতামত দিতে পারেন। আপনি এমন মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু কোনভাবেই তা প্রাকটিস করতে পারবেন না। কারণ, আপনাকে অবশ্যই সাধারণ যে ফৌজদারী আইন (Criminal law) রয়েছে তাই প্রাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই কুরআনের বিধান মেনে চলতে হবে। কোনভাবেই আপনি কুরআনের আইনের বাইরে যেতে পারবেন না। কুরআনের বিধানের থেকে দূরে যেতে পারবেন না। যেহেতু ইন্ডিয়া ইসলামিক রাষ্ট্র

নয় তাই আপনি এখানে কুরআনের আইনের বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। আপনি এখানে কেবল এখানকার সাধারণ ফৌজদারী আইন (Common Criminal law) মেনে চলতে হবে। আশা করি, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১১। আমি মারিয়া, আমি খৃষ্টধর্ম প্রচারক সিস্টার। আমার প্রশ্ন মি. অশোক সাইনির কাছে। আপনি কেন তাসলিমার বই 'লজ্জা' মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করলেন?

অশোক সাইনি ঃ যে কারণে আমি এই বই অনুবাদ করেছি তার প্রথম কারণ হলো, আমি এই বই পছন্দ করি। অন্য কারণ হলো যে ধরনের বই হোক তা একটি বিশাল অর্জন। কারণ, তাসলিমার সেই সাহস আছে যেখানে একটি মুসলিম প্রধান দেশে সংখ্যালঘুদের ধারাবাহিক নির্যাতন দুঃখ কষ্টের কথা লিখেছেন। তার এগুলো লেখার সাহস আছে এবং সে লিখেছে। একই ঘটনা আমাদের দেশে গত ডিসেম্বর– জানুয়ারি মাসে ঘটেছে বোম্বের দাংগায় অনেক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হয়েছে। অথচ কোন মহৎ ব্যক্তি এ বিষয়ে সাহসিকতার কাজটি করেন নি। কেউ বলেনি যে এ ঘটনা আমাদেরকে বড় একটা লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু তাসলিমা এই সাহস দেখিয়েছে এবং সে লিখেছে। কাজ করে দেখিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১২। আমার প্রশ্ন ডা: জাকির নায়েককে। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা নিজেরাই তাসলিমা নাসরিনের মাথার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করে তাকে লাইম লাইটে (আলোচিত) আনার জন্য দায়ী। যদি তারা (মৌলবাদীরা) তার এ বিষয়টি আলোচনায় না আনতো এবং সে যা লিখেছে তা অবহেলায় রাখতো তাহলে আমরা কি আজকের এ সমাবেশে একত্রিত হতাম?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন। যদি তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদী আমি তাদেরকে তথাকথিত মৌলবাদী মুসলিম বলবো। তারা যদি তাসলিমা নাসরিনের মাথার দাম ঘোষণা না করতো তাহলে আমরা আজকের এই সমাবেশে জমায়েত হতাম না। ভাই, আমি আপনার সাথে একমত, কিন্তু আপনি যেমন মুসলিম মৌলবাদীদেরকে দোষারোপ করছেন তেমনি আমি দোষারোপ করি মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমকে। এখানে আমাদের মতভেদ যদি এই রকম একটি অখ্যাত, প্রভাবহীন অগুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠন যেমন BSSP বাংলাদেশ সাহাবা সৈনিক পরিষদ যাকে বলতে গেলে কেউই চিনতো না। বলেন, কে এই সংগঠনকে চেনেন? কে এই সংগঠন কে জানতেন?

নিশ্চয়ই কেউ জানতেন না, চিনতেন না, যাইহোক, যদি এই সংগঠনের প্রধান মাওলানা হাবিবুর রহমান যাকে আমি চিনি না, যদিও কেউ কেউ তার শাস্তি ঘোষণা করেছে, যদি এমন একজন অখ্যাত ব্যক্তি এবং গুরুত্বহীন, প্রভাবহীন একটি সংগঠন এমন শাস্তি ঘোষণা করেই থাকে তাহলে ইন্ডিয়ার মিডিয়াগুলো কেন এমন হৈ চৈ করছে? সংবাদ মাধ্যমগুলো কেন তা ফলাও করে প্রচার করছে? তার এ বিষয়টি ফ্রন্ট পেজে স্থান পাচ্ছে। ইন্ডিয়ার পত্রিকাগুলো এই খবরটি তাদের প্রথম পাতায় নিউজ করছে। ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশের হাই কমিশনারের ভাষ্য মতে, এটি আমি দিল্লির পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি, বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেন, ইন্ডিয়ার নিউজ পেপারগুলো তাসলিমা নাসরিনকে নিয়ে যত খবর প্রকাশ করছে তা এমন যে,

বাংলাদেশের নিউজ পেপারগুলোতে যত নিউজ হয় তা ইন্ডিয়ার পেপারগুলোতে প্রকাশিত নিউজের এক পারসেন্টও হবে না। আপনি অভিযোগ করেছেন, দোষারোপ করেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলিম মৌলবাদীরাই দায়ী এবং তারা অভিযুক্ত হতে পারে। হয়তো হয়ে থাকবে, আপনি তাদেরকে অভিযুক্ত করেন বা না করেন সেটা আপনার বিষয় কিন্তু আমি বলবো এর জন্য ইন্ডিয়ার মিডিয়া, ইন্ডিয়ার সংবাদপত্রগুলো অনেক বেশি দায়ী। যদি তারা (মিডিয়া) তাকে ফলাও করে প্রচার না করতো তাহলে এখানে আলোচনাও করতে হতো না।

প্রশ্ন ঃ ১৩। আমার কথা হলো ইন্ডিয়ার মিডিয়া এই বিষয়টি এই জন্য হাইলাইট করছে যে, ইন্ডিয়ান মিডিয়া তার (তাসলিমা) জীবন রক্ষার চেষ্টা করছে। কেননা সে এখন নিঃসঙ্গ অসহায় ধর্মান্ধ কতগুলো উগ্র লোকদের সামনে অসহায় এই নারীকে বাঁচানোর জন্যই ইন্ডিয়ার মিডিয়ার এই চেষ্টা।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমার এই ভাই বলেছেন, ইন্ডিয়ান মিডিয়া অখ্যাত এক সংগঠন ও অপরিচিত গুরুত্বহীন মাওলানা হাবিবুর রহমান থেকে তাসলিমাকে রক্ষা করার জন্য এই ইস্যুটি হাইলাইট করছে। আজ যদি সে বলে আমি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করবো তাহলে কি এটা আগামীকালের পেপারে হেড লাইন হবে? এখন আপনাদের অনেকে আমার কথার মাঝে মন্তব্য করছেন, যারা করবেন তারা আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। এটা কেবল আমার মতামত। এখানে উপস্থিত শ্রোতাদের কারও নিকট আমার মতামত ভাল লাগলে সে তা গ্রহণ করবে আর কারও ভাল না লাগলে সে তা গ্রহণ করবে না। আমার মত প্রকাশের তো স্বাধীনতা আছে। আমি মনে করি যদি কোন অখ্যাত সংগঠন এখন ঘোষণা করে তাহলে তা নিয়ে হৈচৈ করার কিছু নেই। হ্যাঁ, যদি কোন নেতৃস্থানীয় বা Leading

organinzation এমন ঘোষণা দিতো তাহলে সে ভিন্ন কথাটা সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে বা তারা সঠিক করলো বা ভুল করলো সে বিষয়ে মন্তব্য করছি না, আমি কেবল বলবো কেন এমন অখ্যাত সংগঠন বিষয় হেড লাইন হবে?

বৃহত্তর স্বার্থে আমার কোন মন্তব্য নেই। আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনি গ্রহণ করতে পারেন আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে এটা বর্জন করতে পারেন আমার কোন মন্তব্য নেই।

ড. আশোক সাইনি ঃ আমার একটি সংশোধনী আছে। তাসলিমা নাসরিনের মস্তকের জন্য যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে তার যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা একটি গুরুত্বহীন ও অখ্যাত সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে ডা. জাকির নায়েক যে মন্তব্য করেছেন তা আসলে ঠিক নয়। এই ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ঘোষণা।

প্রশ্ন ঃ ১৪। আমি প্রফেসর হামজা ইবনে রামীম। আমি অশোক সাহানীকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি বলেছেন যে সাংবাদিকরাই তাসলিমা নাসরিনের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছেন। আবার ঐ ভাই বলেছেন যে, ইন্ডিয়ান মিডিয়া তাসলিমা নাসরিনের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে। আমি জানি না আপনি সাংবাদিক কিনা, সাংবাদিকদের কথা বলেছেন, কিছু সাংবাদিক তাসলিমা নাসরিনের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তুলেছেন এবং ঐ ভাই বলছেন যে সাংবাদিকরাই তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। আমি জানতে চাই কোনটি সঠিক, তারা কি তাসলিমাকে বিপদে ফেললো না তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

অশোক সাইনি ঃ সমস্যাটি অবশ্যই খুব সামান্য নয়। এটা একটা জটিল সমস্যা। সেই অনেক দিন থেকে যখন সে ভার বক্তব্য দিয়েছে তার শুরু থেকেই বাংলাদেশের মৌলবাদীরা তার মস্তকের দাম ঘোষণা করেছে। প্রশ্নের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো তারা অতি মাত্রায় জাতীয়তাবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত। তাসলিমা প্যারিস থেকে ঢাকা ফেরার পথে কলকাতা অবস্থানের সময় বলেছে কলকাতা আমার দ্বিতীয় দেশ (2nd Home) একইভাবে বোম্বের শিবসেনার সমস্যায় ইমরান খান বলেছে বোম্বে আমার অনেক পাকিস্তানী উত্তেজিত হয়েছে এবং আলোচনাও করেছে। এমন কি সুনীল গাভাস্কার যখন ব্যক্তিগতভাবে ক্যান্সার হাসপাতালের কার্যক্রমের জন্য পাকিস্তান গেল তখন পত্রিকাতে গোলমালের অনেক খবর বের হয়েছিল। কেন গাভাস্কার সেখানে গেল এটা একটা সমস্যা বটে এবং সবই তো একই রকমের সমস্যা। কিন্তু আমি বলবো এমনটা বলার জন্য কোন প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হবে এবং তারা তাদের এ মন্তব্যের জন্য প্রকাশ্য ক্ষমা চেয়েছে তাতে আমার ভিন্ন মত আছে।

প্রশ্ন ঃ ১৫। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে ঃ তাসলিমা নাসরিন একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হলো, তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।' এ বিষয়ে আপনার কোন মতামত আছে কি? থাকলে কি মন্তব্য করবেন? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক ঃ হ্যাঁ আমিও একমত, যে তাসলিমা নাসরিন তার বিতর্কিত লেখায় উল্লেখ করেছে যে, কুরআন বলছে স্বামীদের জন্য স্ত্রীগণ হলো শস্যক্ষেত্র "For husbands women are farmland" কুরআন Farmland বলেনি, কুরআন বলেছে 'Tilt' যদিও Farmland এবং Tilt এর অর্থ প্রায় কাছাকাছি। তথাপি তাসলিমা কুরআনের সঠিক উদ্ধৃতি দেয়নি, সে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। তাসলিমা কুরআনের ভুল উদৃতি দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে Tilt কিন্তু সে বলেছে Farmland. সে কুরআনের কথা বলেছে ঠিকই কিন্তু কোন রেফারেন্স দেয়নি। সে বলছে "For the husband the wife is the farmland, you can approach them as you like" অর্থাৎ, স্বামীদের জন্য স্ত্রী হলো শস্যক্ষেত্র তোমরা যখন ইচ্ছা তাদের ব্যবহার করতে পার। সে আরো বলেছে "The women are considered as properties" অর্থাৎ নারীকে সম্পদ (Properties) হিসেবে বিবেচনা করা হয় সে কুরআনে যে উদ্ধৃতি দিয়েছে তা সূরা আলে ইমরানের একটি। যদিও সে রেফারেন্স করেনি। এখানেও সে কুরআনের ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছে। সে কুরআন থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি দেয়নি। আংশিক উল্লেখ করেছে। কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে তা হলো–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থ ঃ "মানবকূলের নিকট প্রিয় করা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু, আল্লাহর নৈকট্যই হলো উত্তম আশ্রয়।"

কোরআন বলেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত গুণাবলীসম্পন্ন অশ্ব এবং শস্যক্ষেত্রসমূহের মালিক হলে কে না গর্বিত হয়? আপনিই বলেন ভাল স্তরের

জন্য কোন ব্যক্তি আনন্দিত, গর্বিত হয় না, কুরআন নারীর কথা বলেছে, যেখানে স্ত্রী ও মেয়েকে বুঝায়। বলেন কোন পিতা তার সুপুত্রের জন্য গর্বিত হয় না? কোন স্বামী তার উত্তম স্ত্রীর জন্য গর্বিত হয় না? একইভাবে, কোন স্ত্রী তার উত্তম স্বামীর জন্য গর্বিত হয় না? এসব যদি ভাল হয় তাহলে অবশ্যই তার জন্য গর্ববোধ করাটা স্বাভাবিক। তাহলে কোরআন কেন তাদেরকে সম্পদ (Properties) হিসেবে গণ্য করবে না।

আপনার প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে বলছি –

"কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।" সে কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে বলেনি যে, সে কুরআনের কোথায় এ আয়াত পেয়েছে পুরো কুরআনের কোথায় একথা বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রীদেরকে পুরুষদের শস্যক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছে। সে (তাসলিমা) কুরআনের সূরা আল বাকারা এর ২২৩ নং আয়াতকে নির্দেশ করেছে। প্রকৃত অর্থ এবং উত্তর জানার জন্য আপনাকে এই আয়াতের পূর্ববর্তী ২২২ নং থেকে পড়তে হবে। তারপর আপনি ২২৩ নং আয়াতে আসবেন, ২২২ নং আয়াতে এরশাদ হচ্ছে :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থঃ "আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে হায়েজ (ঋতু) সম্পর্কে, বলে দাও তা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর, তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।"

আমি কুরআনের যে আয়াত বললাম তাতে Period চলাকালীন সময়ে স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মেডিকেল সাইন্স বলে যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর Period (ঋতু) চলাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তা স্ত্রীর জন্য অনেক ক্ষতিকর এবং পরবর্তীতে অনেক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেকোনো ডাক্তার আপনাকে এই একই কথা বলবে। এটা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর তেমনি স্বামীর জন্যও। সুতরাং কুরআন বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই নির্দেশ দিচ্ছে। যখন তোমাদের হায়েজ

(ঋতু) চলে তখন তাদের সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাক। এই আয়াতের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ২২৩ নং আয়াত–

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ مُّلٰقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জ্ঞান রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও।"

কুরআন বলেছে তোমরা হায়েজ চলাকালীন সময়ে তোমাদের শস্যক্ষেত্রের নিকটবর্তী হয়ো না, তাছাড়া অন্য সময় তোমরা যখন চাও তার নিকটবর্তী হও, যদি তারাও তোমাদের কাছে আসে। এখানে সমস্যা বা ক্ষতি কোথায়? সে তো কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়েছে এবং কুরআন থেকে ভুল উদ্বৃতি দিয়েছে। যেমন– নারীদেরকে সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনার বিষয়টিও। এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কিত, যে আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি নারী/স্ত্রী যদি ঋতুবর্তী হয় তাহলে তার নিকটবর্তী হয়ো না। কুরআন বলছে, না তুমি স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়ো না, এটা স্বামী–স্ত্রী উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৬। আমার নাম জাবের, আমি কোন প্রকাশনা থেকে আসিনি। আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে 'Times of India' তে বিজ্ঞপ্তি দেখে এখানে এসেছি, যেন আমার এ বিকালটা ভালভাবে কাটে। যাই হোক আমার প্রশ্ন সরাসরি ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তার আগে একটি বিষয়ে পরিষ্কার করতে চাই যা মি. সাহানী উল্লেখ করেছেন, তাহলো তাসলিমা নাসরিন ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাইহোক আপনি যদি টাইম ম্যাগাজিনের ৩১ জানুয়ারী ১৯৯৪ সংখ্যা পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে, মি. ফারজান আহমদ একটি রিপোর্ট করেছেন, তাসলিমা নাসরিন বলেছেন, "সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে" Ok আচ্ছা ঠিক আছে। যদি কোরআনে এ বিষয় থেকেই থাকে তাহলে আমি কিভাবে এরকম অবৈজ্ঞানিক বিষয়টি বিশ্বাস করবো? আর দ্বিতীয়ত: হলো তিনি (তসলিমা) ইসলামকে দোষারোপ করেছেন এই বলে যে, বাংলাদেশে ইসলামের জন্যই মেয়ে শিশু

হত্যার হার অনেক বেশি ভয়াবহ। আমি ভাবছি কুরআনে এ বিষয়ে কি আছে? থাকলে তা কি স্পষ্ট করে বলবেন?

উত্তর ঃ ডা. জাকির: ভাই মি. জাবেদ, এর দুটি প্রশ্ন রয়েছে। যদিও একটি প্রশ্ন করার কথা ছিল। পরিচালক যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারবো। প্রথম প্রশ্ন হলো 'টাইম ম্যাগাজিন' এর ৩১ জানুয়ারি ৯৪ সংখ্যায় (যা বিশ্বের একটি প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন) প্রকাশ পেয়েছে, আমিও ৩১ জানুয়ারি ৯৪ এর প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে একমত পোষণ করছি। যেখানে সে (তাসলিমা নাসরিন) বলেছেন, যে কুরআন বর্ণনা করেছে, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে" তার প্রশ্ন হলো তিনি (জাবেদ) যদি কুরআনের শিক্ষা বিশ্বাস করেন তাহলে এটি কিভাবে প্রমাণ করবেন? আমি তার এ বিষয়ে মন্তব্যের সাথে একমত। এটা কিভাবে সম্ভব যে এমন তথ্যবিহীন যুক্তিবিহীন, প্রমাণহীন একটি বিষয়ের প্রমাণ করা। কুরআন বলে "সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে" তাহলে কুরআন অবশ্যই বলবে-

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

অর্থ : 'বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর।' (সূরা বাকারা-আয়াত-১১১)

তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আসুন আমরা প্রমাণ দিব। আসুন দেখি কুরআন এ বিষয়ে কি বলেছে–

প্রিয় উপস্থিতি, সে (তসলিমা নাসরিন) কুরআন থেকে যে আয়াতটিকে রেফার করেছে তাহলো কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ: "তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।" একই বিষয়ে সূরা ইয়াসিন-এর ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : "সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

কুরআন একথা বলেনি যে, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে" কুরআন বলেছে সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে।"

আর শব্দ «يَسْبَحُونَ» শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি سَبْحٌ শব্দমূল থেকে এসেছে। যা কোন চলন্ত বা গতিশীল বস্তুর গতির প্রকৃতি/Motion বুঝায়। (Discribing the motion for moving body)

আপনি যদি বলেন একজন মানুষের سَبْحٌ -র বিষয়টি বুঝান তাহলে এর দ্বারা তার দাঁড়িয়ে থাকা বুঝাবে না, বরং এর দ্বারা বুঝাবে সে হয় হাঁটছে না হয় দৌড়াচ্ছে। আপনি যদি কোন লোকের পানিতে سَبْحٌ (সাবহান) করা বুঝান তাহলে তখন তাকে পানিতে ভাসা বুঝাবে না। এর দ্বারা পানিতে সাঁতার দেওয়া বুঝাবে। একইভাবে আপনি যদি 'সাবহা' শব্দটি কোন স্বর্গীয় বা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন তাহলে এর দ্বারা ঐ বস্তুর তার পরিভ্রমণকে বুঝাবে।

'If you use the word Subha for heavenly body it means it is rotating about its own access.'

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র পরিভ্রমণ করছে। তারা নিজ অক্ষে স্ব স্ব গতিতে ঘুরছে। "The sun and the moon rotate, they travel in their motion that revolve and they rotate about its own Axis."– এই আয়াত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। কারণ, আমি যখন ১৯৮২ সালে সেন্ট পিটার কলেজ থেকে আমার I.S.C পাস করি তখন সেখানে জানি যে সূর্য Rotate করে না, সূর্য Resolve করে। যাই হোক, এখানে দুটি বিষয় ছিল। এক হলো গবেষক বলছে সূর্য তার নিজ অক্ষে Rotate (আবর্তন) করে না। অন্য দিকে কুরআন বলছে- সূর্য তার নিজ অক্ষে Rotate (আবর্তন) করছে। এ কারণে এ বিষয়ে আমার দ্বিধা হয়। তারপর আমি জানতে পারলাম যে, বর্তমান সর্বাধুনিক Advanced research and Astronomy গবেষণা করে আবিষ্কার এবং প্রমাণ করেছে যে, সূর্য তার নিজ অক্ষে সর্বদা Rotate করছে।

আপনি যদি সূর্যকে নিজে ল্যাবরেটরিতে বা নিজে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন তাহলে দেখবেন সূর্য নিজ অক্ষেই ঘুরছে এবং এর নিজের কিছু Black hole রয়েছে। আপনি যদি এর ইমেজগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যে, সূর্যের বেশ কিছু Black Spots রয়েছে। সূর্যের কতগুলো নির্দিষ্ট Hols রয়েছে যেমন– Black

Spots এবং সেই Black Spots গুলো সম্পূর্ণরূপে Rotate করতে পঁচিশ দিন সময় নেয়। তাই সংক্ষেপে বলা যায় সূর্য নিজে Rotate করতে প্রায় পঁচিশ দিন সময় নেয়। সুতরাং আমি বলবো কুরআন অবশ্যই সেকেলে বা Backword নয় বরং কুরআন হলো সর্বাধুনিক Most up to date. আমি তাসলিমা নাসরিনকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কে ১৪০০ বছর আগে প্রচার করেছে, ঘোষণা করেছে–

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থঃ "প্রত্যেকেই তার নিজ অক্ষে পরিভ্রমণ করছে।"

অর্থাৎ তারা Revolve এবং Rotate (আবর্তন) করছে।

আপনারাও তাকে জিজ্ঞেস করুন। কুরআন কখনই বলেনি যে, সূর্য পৃথিবীকে Rotate বা Revolve করছে। এটা হলো তার অপব্যাখ্যা। যেহেতু পরিচালক আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তাই আমি প্রশ্নকারীর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দিচ্ছি। যেহেতু সে (তাসলিমা) কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই এ বিষয়টি জলজ্যান্ত প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, শুধু ইসলামের কারণেই বাংলাদেশে মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যা অর্থাৎ ইসলামের কারণেই মেয়ে শিশু হত্যার হার অনেক বেশি।

এ বিষয়টি কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই সে এমন দাবি করেছে আমি তাকে বলতে বলবো, সে কেবল কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করুক যেখানে বলা হয়েছে যে, মেয়ে শিশুদের হত্যা কর। বস্তুত বিবিসি (B.B.C) এর একটি প্রোগ্রাম এ্যাসাইনমেন্ট যা "Small clipping was let her die" শিরোনামে একজন ব্রিটিশ Amili Bucenin এ্যামিলি ব্যাকেনিন প্রস্তুত করেছেন। তিনি U.K থেকে এসে মেয়ে শিশু হত্যার উপর একটি জরিপ করে দেখেছেন যে, মেয়ে শিশু হত্যার হার সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়াতেই। তার মতে প্রত্যেক দিন তিন হাজারেরও বেশি (Flitases) চিহ্নিত হয়েছে, অপেক্ষায় থাকে যারা .... Females নারী। এটা তিন হাজার Flit শুধু আমাদের দেশেই। আপনি যদি এই সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করেন তাহলে তা অবশ্যই এক মিলিয়নের চাইতে বেশি হবে। এক মিলিয়ন Flit চিহ্নিত করা হয়েছে যারা কেবল শুধু মেয়ে শিশু নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আপনারা কেন এ খবরটি আমাদের পত্রিকার হেড লাইনের খবর হিসেবে পড়েন না? যতক্ষণ পর্যন্ত এ রকম মেয়ে শিশুর হত্যা বন্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা এটাকে পত্রিকার Front Page-এ নিউজ করুন। তামিলনাডুর সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী যেসব মেয়ে শিশু জীবন্ত জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪টি শিশুকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। ভেবে দেখুন প্রতি দশজনে

৪জন! একজন ব্রিটিশ Inteligent কে আমাদের দেশের মেয়ে শিশুর হত্যার হার তদন্ত করে রিপোর্ট করতে হয়েছে।

এবার আমি মেয়ে শিশু হত্যা সম্পর্কে কুরআন কি বলেছে, কুরআনে কি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে উল্লেখ করবো। সে (তসলিমা) একটি আয়াত উল্লেখ করতে পারবে না। এ বিষয়ে সে একটি আয়াতও উল্লেখ করতে পারবে না। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি। মেয়ে শিশু হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন একটি আয়াতও সে কুরআন থেকে উদ্ধৃত করতে পারবে না। আসলে আপনি যদি কুরআন পড়েন তাহলে সূরা তাকবীর এর ৮ ও ৯ নং আয়াতে পাবেন।

তাসলিমা নাসরিন কেবল বলে থাকে, কুরআন বলেছে, কোরআন এমন বলেছে, কুরআন তেমন বলেছে, আমি বুঝিনা।

কিভাবে একজন ব্যক্তি কুরআন পড়ে নাই অথবা সে যদি বলে আমি কুরআন পড়েছি তাহলে সে (তাসলিমা) বললো যে কুরআন অমুক আয়াতে বলেছে আর আপনারা তা কুরআনের আয়াত হিসেবে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। Give benefit of doubt. আপনারা তাকে সন্দেহের সুযোগ দিচ্ছেন, সে সন্দেহের সুযোগ নিচ্ছে। যেমন– কুরআন বলেছে যে, সূর্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাই কুরআন মেয়ে শিশু হত্যা করতে বলেছে। তাতেই আপনারা তার সাথে একমত হয়ে যাচ্ছেন।

আপনারা যদি কুরআন এর সূরা তাকবীর এর ৮ ও ৯ নং আয়াত পড়ে, যেখানে বলা হয়েছে –

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ـ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ـ

অর্থ: "যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো?"

অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন জানতে চাওয়া হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো? কিয়ামতের দিন এই শিশু চিৎকার করতে থাকবে তখন জানতে চাওয়া হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? সুতরাং বুঝতেই পারছেন মেয়ে শিশু হত্যা করা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে। যেকোনভাবেই হোক, তা মেয়ে হোক, যে কোন শিশু হত্যা ইসলাম হারাম করেছে। শিশু হত্যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে।

কুরআনের সূরা আল ইসরা'র ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ـ

অর্থ: "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।"

একই কথা সূরা আনআম এর ১৫১ নং আয়াতেও বলা হয়েছে–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ: "আপনি বলুন : এসো, আমি তোমাদেরকে ঐসব পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দিই, আর নির্লজ্জতার কাছেও যেও না। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে ব্যতীত। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।"

কুরআন ছেলে সন্তান হওয়ার পর আনন্দিত হওয়ার বিষয়ে এবং মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তার চেহারা মলিন হয়ে যাওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।" যেমন– কুরআনের সূরা 'আন নাহাল' এর ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ـ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থ: "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে যে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে সেভাবে, অপমান

সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।"

আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ ১৭। কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) (তার স্ত্রীকে দেখিয়ে) বলেছিলেন, এ হল আমার বোন, স্ত্রী নয়। আমাদের কি এমন কি বলার অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, সত্যি কথা বল। তবে জীবন হুমকির মুখে থাকলে মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে। এমনকি শিরকও করা যেতে পারে। যদি মনে ঈমান থাকে। যেমন– কোন মুশরিক এসে আপনার মাথায় বন্দুক ধরে বলল, আপনি কি মুসলিম না হিন্দু? আপনি বললেন আপনি হিন্দু। আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল আপনি কি মূর্তিপূজা করেন? আপনি বলবেন আমি মূর্তিপূজা করি। এমনটি বলার অনুমতি আছে যখন আপনার জীবন হুমকির সম্মুখীন, কিন্তু শর্ত হল মনে ঈমান থাকতে হবে। তবে এটা আবশ্যক নয় যে, আপনার মিথ্যে বলতেই হবে। কেউ যদি এক্ষেত্রে মুসলিম পরিচয় দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে সেটা অধিকতর সাহসিকতার ব্যাপার।

এখন ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি সম্পর্কিত আপনার প্রশ্নটি সম্পর্কে আসা যাক। ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন যে, এ আমার স্ত্রী নয়, বোন। অর্থাৎ এখানে মনে হতে পারে তাহলে কি ইবরাহীম (আ) অসত্য বলেছিলেন? এ সন্দেহ নিরসণ করার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সাহাবীরা সবাই স্বভাবতই সত্যবাদী ছিলেন। একবার কোন এক যুদ্ধের ময়দানে জনৈক অমুসলিম একজন সাহাবীকে চিনতে না পেরে তাঁর কাছেই তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন কিনা? তখন ঐ সাহাবী একটু পাশে সরে এসে তাঁর পূর্বের স্থান দেখিয়ে বললেন যে, তিনি তো এইমাত্র এখানেই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি জীবনের হুমকির মুখেও মিথ্যা না বলে কৌশলে সত্যই বললেন।

আবার ধরুন, আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছি আর দর্শকসারিতে আমার স্ত্রীও আছে। এক্ষেত্রে আমি প্রাথমিক সম্বোধনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমার স্ত্রী দর্শক সারিতে আছেন এভাবে বলব না যে, আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বোনেরা একজন ব্যতিরেকে; বরং আমি সাধারণভাবে সবাইকে ভাই ও বোন বলব এবং সেখানে আমার স্ত্রীও থাকবে। এক্ষেত্রে সে আমার ইসলামের জাতীয়তার কোন রক্তের সম্পর্ক নয়।

ঠিক একইভাবে স্পষ্টতই ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নবী ছিলেন। সুতরাং তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তাই আমার মতে, তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন

তখন কার্যত তিনি ইসলামের জাতীয়তার বোন বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি অসত্য বলেননি। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের সূরা তাওবার ৭১ নং এ উল্লেখ আছে–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ

"মুমিন পুরুষ ও নারীগণ একে অন্যের সাহায্যকারী ও সমর্থক।"

অর্থাৎ মুমিন নরনারীগণ একে অপরের ভাই ও বোন। তাই ইবরাহীম (আ) কার্যত মিথ্যা না বলে বিপদ থেকে বের হয়ে আসার জন্যই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ১৮। বাইয়াতের গুরুত্ব কতটুকু? বর্তমান যমানায় যখন খিলাফত নেই তখন বাইয়াত কি প্রযোজ্য?

উত্তর ঃ বাইয়াত শব্দটির অর্থ আনুগত্যের শপথ করা। সূরা মুমতাহিনার ১২ নং আয়াতে এ শব্দটি এসেছে। বাইয়াতের গুরুত্ব নির্ভর করে স্তরের ওপর। প্রথমতঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বাইয়াত করা বাধ্যতামূলক। আমরা কালেমা শাহাদাত পড়ার মাধ্যমে নবীজীর সাথে সেই বাইয়াতে আবদ্ধ হয়েছি। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাদের নিকট বাইয়াত করা বাধ্যতামূলক। তৃতীয়তঃ খলিফা কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রতিনিধির আনুগত্য করাও বাধ্যতামূলক। এরপর কোন দল বা সংগঠনের নেতার অধীনে বাইয়াত করা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে এসেছে, কোন স্থানে তিনজন ব্যক্তিকে একত্রিত হলে একজনকে আমীর বানাতে হবে। সুতরাং তিনজনের একটি ছোট্ট দল হলেও সেখানে একজন নেতা থাকবে। যদিও সংশ্লিষ্ট নেতার নিকট বাইয়াত করাটা অতটা আবশ্যক নয় যতটা খিলাফতের অধীনে বাইয়াত করার গুরুত্ব। তথাপি যেকোন দলের দলীয় শৃঙ্খলার স্বার্থে নেতৃত্বের আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন ঃ ১৯। নিকাহ অথবা রেজিস্ট্রি বিয়ে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী কোনটা ঠিক?

উত্তর ঃ ইসলামে নিকাহ বা বিয়ে ইসলামী শরীয়াহর হুকুম অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। বিয়ে সম্পন্ন হতে হলে বর ও কনে থাকবে, একজন ব্যক্তি থাকবে যে বিয়ে পড়াবে এবং কমপক্ষে দুজন সাক্ষী থাকবে। বিয়েতে বরের পক্ষ হতে দেনমোহর ধার্য করতে হবে। মেয়ের পক্ষ থেকে ও ছেলের পক্ষ থেকে কবুল করা হবে। এটাই হল বিয়ের ইসলামিক নিয়ম এবং এটা আবশ্যক। রেজিস্ট্রি বিয়ের ব্যাপারটা হল দুজন ছেলেমেয়ে পারস্পারিক বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, এ বিয়ে সরকারের নিবন্ধন খাতায় তালিকাবদ্ধ করা। অর্থাৎ সরকারকে জানানো যে, আপনারা বিয়ে করেছেন। এটা ইসলামে জায়েয, যদিও তা ফরয নয়। তবে সংশ্লিষ্ট

সরকারের নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রি করলে পরবর্তীতে বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। এ কারণে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করে তা সরকারের রেজিস্ট্রারভুক্ত করা যাবে।

কোর্ট ম্যারিজ বলে আরেকটা বিয়ের পদ্ধতি আছে, যে পদ্ধতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কতকগুলো নিয়মের অধীন। ইন্ডিয়ায় কোন অমুসলিমকে বিয়ে করতে হলে আপনার কোর্ট ম্যারিজ করতে হবে। এটি সিভিল ল'-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্ন হল, ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী কোর্ট ম্যারিজ হালাল কিনা? উত্তর– আমার মতে এটা কুফরী। কারণ, কোর্ট ম্যারিজের ল' ইসলামী শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামী শরীয়াহর সাথে মিল থাকলে কোর্ট ম্যারিজ হালাল হত। যেমন– উত্তরাধিকার আইন। ভারতের উত্তরাধিকার আইন কোরআনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালার অনুসরণ। সুতরাং উত্তরাধিকার আইন মানা যাবে। যেহেতু কোর্ট ম্যারিজ ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেহেতু কেউ কোর্ট ম্যারিজ করা মানে আল্লাহর উপর মানবরচিত আইনকে প্রাধান্য দেয়া, এ কারণে এটা কুফরী। সুতরাং কোর্ট ম্যারিজ করা যাবে না, তবে নিকাহ ও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

প্রশ্ন : ২০। হিন্দুগণ কাফির না মুরতাদ? যদি মুরতাদ হয় তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির আছে কিনা? মুরতাদ শব্দের অর্থ আসলে কি?

ডা. জাকির : আচ্ছা বোন আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, মি. বিদ্যা, যিনি বলেছেন যে হিন্দুগণ কাফির নয় বরং তারা হলো মুরতাদ, এই কারণে মৌলবাদীদের কি তাদের জীবন হুমকি দেওয়ার অধিকার আছে কিনা?

আবারো তিনটি প্রশ্ন করেছেন। যাইহোক, প্রথম প্রশ্নের উত্তর, মি. বিদ্যা বলেছেন– হিন্দুরা কাফির নয় বরং তারা মুরতাদ। তার এ কথার কোন ভিত্তি নেই। কেননা তিনি আরবি ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন না 'কাফির' শব্দের অর্থ আমি আপনাদের আগেই বলেছি। 'কাফির' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সত্যকে ধারণ করে অথবা সত্যকে পরিত্যাগ করে। তার মানে 'কাফির' হতে হলে তাকে যে হিন্দু হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

সে হিন্দুও হতে পারে আবার হিন্দু নাও হতে পারে। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

আমি এখানে অর্থের Justify করিনি বোন, আমি কেবল উত্তর Justify করেছি।

আমি যদি অর্থের সঠিকভবে Justify করি তাহলে আমার উত্তরদানের কোন সামঞ্জস্যতা থাকে না। অর্থাৎ সঠিক অর্থ না বললে উত্তর দেওয়ার কোন সামঞ্জস্য থাকে না।

কুরআন সবসময় বলে যে, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

অর্থ : 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থাপন কর।'

যখন তোমরা উত্তর দিবে তখন অবশ্যই প্রমাণ দিতে হবে।

মি. বিদ্যার মতে মুসলমানরা মৌলবাদী, না মৌলবাদী নয়, তা আমার জানা নেই। তিনি মি. বিদ্যার মন্তব্য অনুযায়ী একজন মুসলিম সে মৌলবাদী কি মৌলবাদী না তা আমার জানা নেই।

কোন ব্যক্তি মুরতাদ হলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোন ব্যক্তির আছে কিনা বা মুরতাদ ব্যক্তিকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়ার অধিকার কারও আছে কি না তা আপনি জানতে চেয়েছেন। প্রমাণ ছাড়া কোন প্রকার শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার কারও নেই। আমি বলবো কারও শাস্তি দেওয়ার অধিকার নেই। যদি তার এ সুযোগ থাকে বা তাকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে সে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করতে পারে, সে যদি ভুল করে, কুরআনের অপব্যবহার করে কুরআনের অবমাননা করে তাহলে এ বিষয়টা অবশ্যই ভিন্ন প্রসঙ্গ। এটা অবশ্যই মি. বিদ্যার দেওয়া মুসলমান ছাত্রদের বিষয়ে প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

অন্যথায় আমি বলতে চাই, কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়া যদি ঐ সব মুসলমানকে মুরতাদ বলা হয় তা অবশ্যই সঠিক হবে না, এটা কোনভাবেই বৈধ বা জায়েয হবে না। এটা অবশ্যই ইসলামী বিধানের বিরোধী। ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ। আমি যদি অর্থের যথার্থতা করতে পারি তাহলে আমার উত্তরও যথার্থ হবে। আমি যদি অর্থের সঠিকতা তথা অর্থ যদি যৌক্তিক না হয়, সঠিক না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার উত্তরের সাথে কোন সামঞ্জস্যতা থাকবে না। কুরআন সর্বদা বলে যে,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ -

অর্থ : "তাদেরকে বলুন, তোমরা প্রমাণ উপস্থিত কর।"

তাহলে কেন আমি প্রমাণ ছাড়া উত্তর দিব? প্রমাণ ছাড়া আমি অবশ্যই কোন মন্তব্য করতে চাই না। সুতরাং প্রথমে বলি, 'কাফির' অর্থ অবশ্যই শুধু হিন্দু না। 'কাফির' একজন হিন্দু হতে পারে আবার হিন্দু নাও হতে পারে। মুরতাদ শব্দের অর্থ তাহলে কি হবে? মুরতাদ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যে ব্যক্তি প্রথমে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করার পর আগের অন্য ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলাম

ত্যাগ করে অন্য বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করে। সুতরাং মি. বিদ্যার ব্যাখ্যার সাথে আদৌ কোন যথার্থতা নেই। তিনি এ বিষয়ে যা বলেছেন তার আগাও নেই মাথাও নেই।

প্রশ্ন ঃ ২১। কোরআনে নামাজ আদায়ের আদেশ এসেছে আর নবী করিম (সা) নামাজ আদায়ের নিয়ম দেখিয়েছেন। কোরআন কিংবা হাদীসের কোথাও কি তাবলীগ করার ব্যাপারে কোন কথা এসেছে?

উত্তর ঃ কোরআন এবং হাদীসের অনেক জায়গায় ধর্ম প্রচার নিয়ে বলা হয়েছে। এগুলো আমাদের জন্য পথনির্দেশনা। ইসলামী শরীয়ার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কোরআন ও হাদীসে যে ইবাদতগুলোর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যেমন নামাজ আদায় করা, যাকাত দেয়া কিংবা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বলা, সেগুলো অবশ্যই মানতে হবে। এ সম্পর্কিত যেসব নিয়ম বা কথা সমাজে প্রচলিত কিন্তু কোরআন বা সহীহ হাদীসে নেই সেগুলো ভুল। ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারগুলোতেও কোরআন ও হাদীসে যেটাকে হারাম করেছে সেটা বাদে সব কিছু হালাল। যেমন– খাওয়া, পোশাক পরিধান, কথা বলার ধরণ, ধর্ম প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোরআন বর্ণিত নিয়মটা কেবল অনুমোদিত অন্য কোনো উপায় বা পন্থা অনুমোদিত নয়। তবে যেসব বিষয়গুলো অনুমোদিত হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বভেদে কোনটা ফরজ, কোনটাই মুস্তাহাব, কোনটা মুবাহ কিংবা কোনটাকে হয়ত মাকরুহ তথা অনুৎসাহিত করা হয়েছে; কিন্তু যেটাকে অনুমতি দেয়া হয়নি সেটা নিষিদ্ধ তথা হারাম। দাওয়াত বা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে বেশ কিছু নির্দেশনা দেয়া আছে। সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

অর্থ : "মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদেরকে যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম পন্থায় ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে।"

এটি দাওয়াত সম্পর্কিত কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। এখানে হিকমাহ বলতে কেউ কেউ বুঝান নরম সুরে বলা বা কঠোর না হওয়া। শেখ আহমদ দিদাত যখন স্টেজে উঠতেন তখন লোকজন বলত হিকমাহর সাথে বলেন অর্থাৎ কঠোর হতেন না বা কঠিন কথা বলতেন না। কিন্তু কোরআনে সুনির্দিষ্টভাবে এরকম কথা বলা হচ্ছে না। কোরআন বলছে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর। কঠোর হয়েও হিকমত অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে হিকমত বলতে সবসময় নরমভাবে বলা বুঝায় না। দাওয়াত দেওয়ার সময় নরম থাকা

ভালো, তবে শতভাগ নরম না থাকাই উত্তম। হিকমাহ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। একস্থানে যেটা হিকমাহ সেটা অন্য স্থানে হিকমাহ নাও হতে পারে। আসলে হিকমাহ মানে এমনভাবে বুঝানো, যাতে যাকে বলা হচ্ছে যেন সে বিষয়টা বুঝতে পারে।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ১২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ـ

অর্থ : "নিশ্চয়ই নবী ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে রয়েছে মানব জাতির জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত অর্থাৎ নবী ইবরাহীম (আ)-এর জীবন থেকে ধর্ম প্রচারের শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে।"

এখন কোরআনের অন্য জায়গায় আছে নবী ইবরাহীম (আ) দেবতার মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন। আবার তার মুশরিক পিতাকে মুশরিক বলেছিলেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মুশরিককে মুশরিক বলে অভিহিত করা যেতে পারে যদিও বা সেটা তিক্ত হয়। আর এটাই হল হিকমাহ যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে কঠোর অথবা কোমল হতে হবে।

উক্ত আয়াত ছাড়াও কোরআনে দাওয়াত সম্পর্কে আরও আয়াত আছে। যেমন– সূরা আল ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ ـ

অর্থ : "এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না।"

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা যে, আমরা যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলব তথা দাওয়াতের কাজ করব তখন তাদের সাথে আমাদের সাদৃশ্যের কথা বলব। যেমন, এখানে বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না। এভাবে হাদীসেও দাওয়াতের ব্যাপারে পথ নির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন, একটা হাদীসে আছে 'আমার কাছ থেকে মাত্র একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার কর।'

সুতরাং আপনি ইসলামের একটি আয়াত জানলেও তা প্রচার করুন। এরকম অনেক নির্দেশনা দাওয়াতের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে এসেছে। দাওয়াত দেয়া ফরজ। সুতরাং ধর্মপ্রচার অবশ্যই করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনি যে পদ্ধতি

অবলম্বন করবেন তা আপনি কোরআন ও হাদীস দিয়ে যাচাই করে দেখুন যে তা অনুমোদিত কিনা নিষিদ্ধ। যেমন– আপনি দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি মাইক্রোফোন, মিডিয়া ব্যবহার করতে চান দেখতে হবে যে, কোরআন বা হাদীসে এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা আপনি যদি একটি সহীহ হাদীস পান যেখানে মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে, তবে আপনি তা ব্যবহার করতে পারবেন না। টেলিভিশন মিডিয়ায় অনেক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সেগুলো হারাম। কিন্তু এ মিডিয়ায় ভাল কাজেও ব্যবহার করার সুযোগ আছে। যদিও কোরআনে সরাসরি এ ব্যাপারে কথা নেই, কিন্তু কোরআনে বলা হয়েছে হিকমাহ ব্যবহার করতে। এ কারণে আমরা দাওয়াতের কাজের জন্য মিডিয়া ব্যবহার করছি।

কোরআনে ধর্মপ্রচারের হুকুম এসেছে এবং ইসলামী শরীয়ায় তার দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। সুতরাং সে দিক নির্দেশনা অনুসারে আমাদের ধর্ম প্রচার করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২২। পৃথিবীতে অনেক মানুষ ভুল কাজ করছে, যেমন কেউ মূর্তিপূজা করছে, কেউ রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বই লিখছে। আমার প্রশ্ন হল এতগুলো মানুষ দোযখে যাবে? এ ব্যাপারে আমরা কিছুই করতে পারব না?

উত্তর ঃ প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ জীবনটা হল পরীক্ষা। আপনারা খেয়াল করবেন নিচের স্তরের পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ, কিন্তু উঁচু স্তরের পরীক্ষাগুলো তুলনামূলক কঠিন। আপনার যে উপলব্ধি হয়েছে যে, এতগুলো মানুষ দোযখে কিভাবে যাবে, সেটা উত্তম? কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করার পরও মনে করেন যে, পৃথিবীতে অনেক মানুষ খারাপ কাজ করছে সুতরাং আমিতো বেহেশতে যাবই। একটি হাদীসে এসেছে যে, যদি তুমি জান মাত্র একজন লোক বেহেশতে যাবে তবে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া কর যেন সেই লোকটি তুমি হতে পার। সুতরাং একথা ভাবার সুযোগ নেই যে, যেহেতু পৃথিবীতে এত লোক ভাল সেহেতু আমার সেই লোকটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি দোযখে যাব; বরং দোয়া করতে হবে যেন সেই লোকটি আপনি হোন। আবার উক্ত হাদীসে আরও এসেছে,

"আর যদি জান যে একজন লোক দোযখে যাবে তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া কর যেন সেই লোকটা আমি না হই।

বলার সুযোগ নেই যে, জানেন আমিতো দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, যাকাত দেই ইত্যাদি ভাল কাজ করি আর এ লোকটা চোর, ঐ লোকটা পাপ করছে, সুতরাং যে লোকটা দোযখে যাবে, সে আবশ্যই আমি না।" বরং দোয়া করতে

হবে যেন সেই লোকটি আপনি না হোন। কোরআন আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে। অতএব দোযখ থেকে মুক্তি পেতে হলে উক্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এ নির্দেশনা মেনে চলছে না। এ কারণে দোযখে অধিক মানুষ যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকারে যে, তিনি আমাদের হেদায়াত দিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের তাঁর নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। অনেক মুসলিম নামসর্বস্ব ব্যক্তি আছে যারা কোরআন ও হাদীসের হুকুম এবং দিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলে না। আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ যেন আমরা সে রকম না হই। বেশিরভাগ মানুষ যদি পরীক্ষায় ফেল করে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষের দোযখে যাওয়াই স্বাভাবিক। আপনারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার কথা চিন্তা করুন। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে, কিন্তু পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের সংখ্যা সেই তুলনায় খুবই কম। খুব কম ছাত্র ছাত্রীই মেডিকেলে ভর্তি হতে পারে। এখানে এভাবে ভাবার সুযোগ নেই যে, আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে না? মেডিকেলে চান্স পেতে হলে অনেক পড়তে হবে ও পরিশ্রম করতে হবে। এমনিভাবে বেহেশতে যাওয়া কোন সহজ কাজ নয়; বরং এটা মেডিকেলে ভর্তির তুলনায় অনেক কঠিন পরীক্ষা। দুনিয়া হচ্ছে সেই পরীক্ষার পরীক্ষাগার। সুতরাং যারা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা বেহেশতে যেতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৩। যারা দরিদ্র তাদের যাকাত দিতে হবে বলেই আমরা জানি। কিছু লোক আছে যারা বলে সৈয়দদের যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর ঃ যাকাত দেয়ার কিছু নিয়মাবলী আছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এ নিয়মাবলীগুলো উল্লেখ করা আছে। কোরআনে সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাত দেয়ার আটটি খাত সম্পর্কে বলা আছে। যেমন–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ : "সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের

জন্য, আল্লাহ্‌র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

হাদীসে এসেছে নবীজী ﷺ বলেছেন যে, নবীজীর পরিবারের কোন সদস্যকে যাকাত দেয়া যায় না। (উল্লেখ্য, নবী করিম হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের সৈয়দ বলা হয়) তবে কোন হাদীসে এ রকম আসেনি যে সৈয়দদের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। নবীজীর পরিবারের সদস্যের যাকাত দেওয়া না যাওয়ার কারণ হল, নবী করিম ﷺ চাননি যে লোকজন ভাবুক যাকাতের মাধ্যমে নবীজীর ﷺ পরিবারকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য করা হবে।

এখন কিছু লোক দাবি করেন যে, তারা নবীজী ﷺ-এর বংশধর। অর্থাৎ তাদের নবীজী ﷺ-এর সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। অন্যভাবে বললে, তারা রাসূল ﷺ-এর মেয়ের দিক দিয়ে তার সাথে সম্পর্কিত, আবার অনেকে মনে করে, কারও নামের সাথে সৈয়দ থাকলে সে নবীজীর ﷺ বংশধর। তবে এ ধারণার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, এ ধরনের লোক সমাজে আছে যারা তাদের পদবী পরিবর্তন করে সৈয়দ রেখেছেন। কোন কোন নওমুসলিম আছেন যারা অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সময় তাদের নামের সাথে সৈয়দ যোগ করেন। সুতরাং সৈয়দ হলেই যে নবীজী ﷺ-এর বংশধর হবেন এমনটা বলা কঠিন। আর সহীহ হাদীসে শুধুমাত্র নবীজী ﷺ-এর বংশধরদের যাকাত না দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে, কিন্তু পদবি দেখে যাকাত না দেয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই। আর বর্তমান সময়ে অর্থাৎ যখন নবী করিম ﷺ-এর পর ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তখন একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র পদবি থেকে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল যে, তিনি নবীজী ﷺ-এর বংশধর। তবে যদি তিনি নিশ্চিতভাবে তার বংশধর সম্পর্কে অবহিত থাকেন তবে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে সহীহ হাদীস অনুসারে তার জন্য যাকাত নেয়া নিষিদ্ধ।

এখন শুধুমাত্র পদবি দেখে যাকাত না দেয়া বা দেয়া উভয়ের ব্যাপারেই আলেমদের অভিমত আছে। তবে আমার মতে, পদবি দেখে বর্তমানে এত বছর পর কারো নবীজী ﷺ-এর বংশের হওয়া নিশ্চিত করা যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু সৈয়দদের যাকাত দেয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪। যেকোন কাজের জন্য নিয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন ব্যক্তির ভাল কাজ করার পিছনে বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাহলে একজন ব্যক্তির নিয়তকে কিভাবে বিচার করা যায়? আর নিয়তকে কিভাবে বিশুদ্ধ করতে হবে?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে যেকোন কাজ কোন পন্থায় করতে হবে সে ব্যাপারে মৌলিক পথ নির্দেশনা দেয়া আছে। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে নিয়ত সম্পর্কে বলা আছে, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।' সুতরাং কাজের ক্ষেত্রে নিয়ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একজন খ্যাতিমান ধর্ম প্রচারক যিনি অনেকের নিকট ধর্ম প্রচার করেছেন তার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তিনি কি আল্লাহর জন্য ধর্ম প্রচার করছেন নাকি খ্যাতির জন্য? তিনি যদি সে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকেন তবেই তিনি তার কাজের প্রতিফল পাবেন। আবার কারও যদি শুধু নিয়ত থাকে, কাজ না করে তাহলেও হবে না। নিয়ত ও কাজ পরস্পরের সহযাত্রী।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে পশ্চিমারা অভিযোগ করেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি তার কাজ করেছিলেন খ্যাতি কিংবা ধন-সম্পদের জন্য। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী থেকেই এ অভিযোগের উত্তম জবাব পাওয়া যায়। মক্কায় একবার যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্ম প্রচার করতে গেলেন তখন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের নেতৃবৃন্দ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রস্তাব রাখল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ধর্ম প্রচার ছেড়ে দেন তাহলে তারা তাঁকে নেতৃত্ব দেবেন এবং অনেক ধনসম্পদের মালিক বানিয়ে দেবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবে বলেছিলেন যে, সূর্যকে তাঁর ডান হাতে ও চাঁদকে বাম হাতে এনে দেয়া হলেও তিনি তাঁর ইসলামের প্রচার ত্যাগ করবেন না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজগুলো অর্থ-সম্পদের জন্য করেননি।

এভাবে যেকোন ব্যক্তির নিয়ত সম্পর্কে তার জীবনাচরণ ধারণা দিতে পারে। আর আপনার নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ করার জন্য যেটা করতে হবে তা হল আপনার খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনার নিয়ত ও কাজ আল্লাহও তাঁর রাসূলের জন্য হয়। অন্য কথায় কোরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার কাজটি যেন অনুমোদিত হয় ও কাজের পিছনের নিয়ত যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেকোন কাজের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য তা ধর্ম প্রচারই হোক বা অন্য কোন ভাল কাজই হোক।

আপনার নিয়তের ব্যাপারে যদি অন্য কারো অভিযোগ থাকে তবে সেটা নিয়ে না ভেবে আপনার দেখতে হবে কোরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ কিনা? তাহলেই আসা করা যায় আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকবে।

এখন দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দেয়ার চেষ্টা করা দরকার যেন নিয়ত ও কথার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না থাকে।

আরেকটি ব্যাপার হল মাথার কুমন্ত্রণা সব সময়েই আসবে। শয়তানের কাজই হল কুমন্ত্রণা দেয়া। পবিত্র কুরআনে সূরা নাসের ১-৪ নং আয়াত থেকে জানা যায় শয়তান মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়। যেমন– ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে আযানে বলা হয় ঘুম হতে নামাজ উত্তম। কিন্তু শয়তান ধোঁকা দেয় যে আরও সময় আছে কিছুক্ষণ পর উঠলেও হবে। এভাবে হয়ত নামাজের সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি নবীজী ﷺ-এর এই হুকুমটি মানা হয় যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামাজ পড় তাহলে হয়ত ভুল করা হতে বাঁচা সম্ভব হবে। এভাবে কোরআন ও হাদীসের পথ নির্দেশনা অনুসারে নিয়তকে ঠিক করে নিলে শয়তান ধোঁকা দিতে সক্ষম হবে না।

প্রশ্ন ঃ ২৫। খৃস্টান ধর্মে ইয়াহুয়ার ধারণাটি কি?

উত্তর ঃ পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে, ঈশ্বরের একটি নাম হল YHWH এটা একটা হিব্রু শব্দ। হিব্রুতে সাধারণ Vowel গুলো লেখা হয় না। YHWH এর সাথে Vowel বসালে হবে ইয়াহুয়া। আবার সাধারণত তারা আগে একটি যোগ করে। ফলে ইউনুস হয়ে যায় জোনাহ তেমনিভাবে ইয়াহুয়া হয়ে যায় জেহোয়া বা জোহাভা। সুতরাং ইয়াহুয়া বা জেহোভা হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনেকগুলো নামের একটা যেটা আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে।

প্রশ্ন ঃ ২৬। কয়েকদিন যাবৎ বোম্বে শহরের অলিতে গলিতে একটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে ইমাম মাহদী এসে গেছেন। তার মুখ চাঁদে দেখা গেছে। পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছে ইমাম মাহদী ফাউন্ডেশন থেকে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ ইমাম মাহদী এসেছেন বা তার মুখ চাঁদে দেখা গিয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে এটি বলা যায় যে, হাদীসে বলা আছে ইমাম মাহদী আসবেন এবং তার আসার কতিপয় নিদর্শন দেয়া আছে। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি তিনি আসবেন। তবে কবে আসবেন সেটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। "ইমাম মাহদী ফাউন্ডেশন" নামে কোন ফাউন্ডেশন আছে বলে আমার জানা নেই। এছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম অনেক ব্যক্তি নবীজী ﷺ এর পরে এসেছেন যারা নিজেদের ইমাম মাহদী বলে দাবি করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে তারা কুরআন ও হাদীস থেকে দূরে সরে গেছেন। এজন্য আমাদের উচিৎ এই বিশ্বাস রাখা যে, ইমাম মাহদী আসবেন, ঈসা (আ)ও আসবেন এবং পৃথিবীতে খিলাফত পুনরায় প্রতিষ্ঠা হবে ইনশাআল্লাহ্ এবং আরও উচিৎ কোরআন হাদীস অনুসরণ করে চলা। কেননা ইমাম মাহদী ও তাঁর অনুসারীরা কোরআন ও হাদীসের প্রকৃত অনুসারী হবেন।

প্রশ্ন ঃ ২৭। আমরা ভাল কাজের উপদেশ দেই আর খারাপ কাজে নিষেধ করি। এখন মুসলিম এলাকায় যেসব মদের দোকান আছে তারা যেন মদ বিক্রি না করে সেজন্য আমরা কি করতে পারি?

উত্তর ঃ হাদীস অনুযায়ী খারাপ কিছু দেখলে হাত দিয়ে থামানো উচিৎ। যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দিয়ে আর সেটাও যদি সম্ভব না হয় অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। আর শেষেরটা হল দূর্বলতম ঈমানের পরিচয় বা এখানে যেটা করা যেতে পারে। তা হল সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এজন্য কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ও মদের ক্ষতিকর দিক পরিণতির পরিসংখ্যানমূলক তথ্য সহকারে পুস্তিকা তৈরি করে বিলি করা যেতে পারে এছাড়াও আলোচনা, সেমিনার, ক্যামপেইন ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করা যেতে পারে। এখন এগুলো তাদের মনে কোন পরিবর্তন আনবে কি না সে ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিৎ।

আল্লাহ নবীজী ﷺ-কে সূরা গাশিয়াহর ২১ নং আয়াতে বলছেন, তোমার কাজ হল উপদেশ দেয়া। সুতরাং আমাদের কাজ হবে উপদেশ দেয়া। এরপর মানুষের মন পরিবর্তন করার মালিক আল্লাহ্ এবং আমাদের উচিৎ আমাদের পক্ষ থেকে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যেন আল্লাহর নিকট অন্ততঃপক্ষে বলা যায় যে, আমি চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন ঃ ১৩। স্কুলে বা কলেজে ভর্তির জন্য Donationদেয়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর ঃ আমার মতে যদি Donation দেয়া হয় এ জন্য যে স্কুলের উন্নতি হবে অথবা নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে, তবে সেটা দেয়া যেতে পারে। তবে সেটা যদি ঘুষ হয়, তাহলে সেটা হারাম। ঘুষ আর উপহারের মধ্যে পার্থক্য আছে। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ১৮৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ -

অর্থ : "অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য বিচারকদের হাতে ঘুষ দিও না।"

অনেকে হয়ত বলতে পারে উপহার আর ঘুষ একই জিনিস। নবী করিম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, উপহার ও ঘুষের মধ্যে পার্থক্য করব কিভাবে? উত্তরে নবী করীম ﷺ বলেন, তুমি ঐ অবস্থানে না থাকলে উপহারটা যদি না আসত তাহলে সেটা ঘুষ।

সুতরাং আপনি ডোনেশন দেন এ উদ্দেশ্যে যে সেটা প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে সেটা উত্তম। কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, সে টাকাটা যেন প্রিন্সিপাল বা কর্তৃপক্ষের পকেটে না যায়। আর ভর্তি করার জন্য উপহার তথা ঘুষ প্রদান করা হারাম।

প্রশ্ন ঃ ২৮। নবী করীম ﷺ এর সময়ে আযল ও মুতাহ বিয়ের অনুমতি ছিল কি? এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর ঃ আযল মানে হল সহবাস থেকে বিরত থাকা এবং মুতাহ মানে অস্থায়ী বিয়ে।

আযল সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে যে, নবীজী ﷺ -এর কাছে একজন লোক এসে বলল যে, সে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রয়েছে। নবীজী এ কথা শুনে চুপ থাকলেন। এর ওপর ভিত্তি করে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একদল বলছেন নবীজী ﷺ চুপ করে থেকে সম্মতি দিয়েছিলেন। আরেক দলের অভিমত– নবীজী ﷺ শুনে খুশি হন নি। অর্থাৎ কারও মতে এটা না করলেই ভাল, আর কারও মতে এটার অনুমতি আছে। তবে কোন আলেমই এটাকে হারাম বলেননি।

এখন মুতাহ বিয়ের সম্পর্কিত আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ নবীজী ﷺ এর সময় মুতাহ বিয়ের অনুমতি ছিল। তবে এ অনুমতি ছিল নবুয়ত পাওয়ার প্রথম দিকে। লক্ষ্যণীয় যে, নবুয়তের প্রথম দিকে মদও নিষিদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে কোরআনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে মদ নিষিদ্ধ হয়। সে সময়ে আরব দেশে মুতাহ বিয়ের প্রচলন ছিল এবং এটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এ বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। প্রথমে ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর ৭ম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ মুতাহ বিয়েকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবে এ নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে তখন অল্প কিছু সংখ্যক সাহাবী অভিহিত ছিলেন যার মধ্যে উমর (রা) ছিলেন। পরবর্তীতে নবীজী ﷺ -এর ওফাতের পর উমর (রা) এ বিধানকে শক্তভাবে জারী করেন।

সুতরাং ইসলামে মুতাহ বিয়ে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারও সাথে চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্টতই হারাম। অর্থাৎ কারও সঙ্গে এ চুক্তি করে বিয়ে করা যে, এই সময় পর আমি তোমাকে তালাক দেব, এটা অনুমোদিত নয়। তবে কেউ যদি আজীবন সম্মানী করে নেয়ার নিয়ত করে নারীকে বিয়ে করে থাকে কিন্তু পরবর্তীতে কোনো কারণে বিয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। সেটার অনুমতি ইসলামে আছে। কিন্তু অস্থায়ী তথা মুতাহ বিয়ে ইসলামে নিষদ্ধ।

প্রশ্ন ঃ ২৯। কিছুদিন আগে হিন্দুস্তান টাইমস এ একটা প্রবন্ধ এসেছিল যেখানে বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদের পক্ষে লেখা হয়েছিল। সেখানে মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল ব্রাহ্মণরা এসেছিল মাথা থেকে, শুদ্ররা এসেছিল পা থেকে। আমার প্রশ্ন হল হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে মনুস্মৃতির অবস্থান কোন স্তরে? আর এ কথাগুলো উঁচু স্তরের গ্রন্থ যেমন ঋগবেদ এ আছে কি?

উত্তর ঃ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ দুই প্রকার। শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিকে বলা হয় মহান ঈশ্বরের বাণী। যেমন– বেদ ও উপনিষদ। আর স্মৃতি হল যে কথাগুলো মানুষ লিখেছে। এর মধ্যে আছে মহাভারত, রামায়ণ, পুরানা মনুস্মৃতি ইত্যাদি। তারা এটাকে ধর্মশাস্ত্রও বলে। এখানে আছে যেকোন একজন মানুষের এককভাবে কিভাবে জীবনযাপন করা উচিৎ ও সামাজিকভাবে কিভাবে চলা উচিৎ। তবে শ্রুতির তুলনায় এগুলোর গুরুত্ব কিছুটা কম। ধর্মশাস্ত্রগুলোর মধ্যে মনুস্মৃতিকে নিচু সারির শাস্ত্র ধরা হয়।

মনুস্মৃতিতে এসেছে যে, মহান স্রষ্টার মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, বুক থেকে ক্ষত্রীয়, পাকস্থলী থেকে বৈশ্য ও পায়ের ধূলা থেকে এসেছে শুদ্র। এ কথাগুলোকে শুধু মনুস্মৃতিতেই নয় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও এসেছে এমনকি হিন্দুদের সর্বোচ্চ গ্রন্থ বেদেও একথা এসেছে। অবশ্য অনেক সংস্কারপন্থী হিন্দু বর্ণ প্রথাকে অস্বীকার করে বা মানে না।

সমাপ্ত